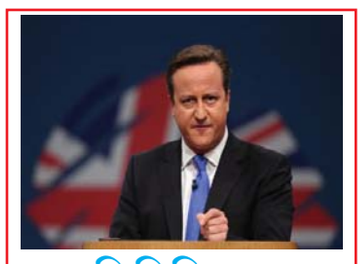

ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দিতে প্রস্তুত ব্রিটেন

সারে-জমিন

মমতার নির্বাচনী এজেন্ট সুফিয়ানের গুরুত্ব বাড়ল

রূপসী বাংলা

রামচন্দ্র, রামমন্দির এবং আসন্ন লোকসভা নির্বাচন প্রেক্ষিত

সম্পাদকীয়

বায়ুদূষণ, শব্দদূষণ নিয়ে গণডেপুটেশন লোকপুরে

সাধারণ

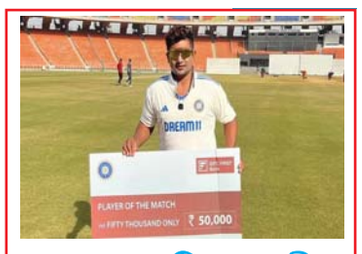

সরফরাজ কি ভারতীয় একাদশে সুযোগ পাবেন?

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

বুধবার
৩১ জানুয়ারি, ২০২৪
১৫ মাঘ ১৪৩০
১৮ রজব, ১৪৪৫ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক
*Invitation price: RS. 3.00

Vol.: 19 ■ Issue: 30 ■ Daily APONZONE ■ 31 January 2024 ■ Wednesday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

বিহারের জাত সমীক্ষার জেরে ইন্ডিয়া জোট ছেড়েছেন নীতীশ: রাহুল

আপনজন ডেস্ক: বিহারে মহাজোট ছেড়ে এনডিএ-র সঙ্গে হাত মেলানোর কয়েকদিন পরেই দলত্যাগ নিয়ে নীরবতা ভাঙলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি। মঙ্গলবার রাহুল গান্ধি বলেন, বিহারে জাতি সমীক্ষার কারণে নীতীশ কুমার ইন্ডিয়া জোট থেকে বেরিয়ে এসেছেন। তিনি বলেন, নীতীশজি কেন আটকে গেলেন তা বুঝুন। আমি তাকে সরাসরি বলেছিলাম যে 'আপনাকে বিহারে জাতি গণনা করতে হবে'। আর আমরা (কংগ্রেস) আরজেডির সঙ্গে মিলে নীতীশজিকে সমীক্ষা করানোর জন্য জোর দিয়েছিলাম। কিন্তু বিজেপি ভয় পেয়ে যায়। তারা এই পরিকল্পনার বিরোধী। নীতীশজি আটকে গেলেন এবং বিজেপি তাঁকে পালানোর জন্য পিছনের দরজা দিয়েছে!

রাহুল আরও বলেন, আপনাদের সমস্ত সামাজিক ন্যায়বিচার দেওয়া আমাদের (ইন্ডিয়া জোট) দায়িত্ব এবং এর জন্য আমাদের নীতীশজির দরকার নেই।

রাহুল দাবি করেছেন, সামান্য চাপের কাছে নতি স্বীকার করেই নীতীশ কুমার 'ইউ-টার্ন' নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। উল্লেখ্য, রবিবার নীতীশ কুমার বিজেপির হাত ধরে রেকর্ড নবমবারের জন্য বিহারের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নিয়েছেন।

আমি বেঁচে থাকতে বাংলায় সিএএ করতে দেব না: মমতা

অমরজিৎ সিংহ রায় ● রায়গঞ্জ

আপনজন: তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো এবং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মঙ্গলবার অভিযোগ করেছেন যে বিজেপি গেরুয়া দল শাসিত রাজ্যগুলিতে মানুষের খাবার এবং পোশাকের অভ্যাসকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করছে।

তিনি বলেন, বিজেপি যে রাজ্যগুলিতে শাসন করছে, সেখানে কী করছে? আমিষ খাবার খাওয়া নিষিদ্ধ করার চেষ্টা করছে। মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থানে আমিষ খাবার বিক্রির দোকানগুলি বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। উত্তর দিনাজপুর জেলায় প্রশাসনিক পর্যালোচনা সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, প্রত্যেকেরই পছন্দের স্বাধীনতার অধিকার রয়েছে।

গেরুয়া শিবির মানুষের পোশাক পরার অভ্যাসে প্রভাব ফেলার চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ করে মুখ্যমন্ত্রী মহাত্মা গান্ধীর প্রসঙ্গ টেনে বলেন, গান্ধীজি বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের কথা বলেছিলেন। হাতের সব আঙুল একই আকারের নয়। তার মানে কি আমরা হাতের তালু কেটে নেব?

আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূলকে একলা লড়াইয়ের পুনরাবৃত্তি করে মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেন, পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি এবং সিপিআই(এম)-কংগ্রেসকে একমাত্র তৃণমূলই হারাতে সক্ষম। তবে গোটা ভাষণে তিনি ইন্ডিয়া জোট বা কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধির কোনও প্রসঙ্গ তোলেননি। পশ্চিমবঙ্গে স্কুলের চাকরি নিয়োগ দুর্নীতি প্রসঙ্গও উল্লেখ করেন মুখ্যমন্ত্রী। কেউ যদি ইচ্ছাকৃতভাবে অনিয়মকে প্রশ্রয় দিয়ে থাকে, তাহলে আইন তার নিজস্ব গতিতেই চলবে। আমরা ওদের পাশে দাঁড়াব না।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লোকসভা নির্বাচনের আগে এদিন সিএএ ইস্যু উত্থাপন করার জন্য বিজেপির সমালোচনা করেছেন। দৃঢ়তার সাথে বলেছেন, তিনি তার জীবদ্দশায় বাংলায় সিএএ প্রয়োগ করতে দেবেন না।

উত্তর দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জে একটি গণবন্টন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি অভিযোগ করেন, বিজেপি আসন্ন নির্বাচনের আগে নাগরিকত্ব (সংশোধনী) আইন বা সিএএ ইস্যুটি "সুবিধাজনকভাবে উত্থাপন" করেছে। নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে, বিজেপি ফের রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে সিএএ ইস্যুকে টেনে তুলেছে। কিন্তু আমি এটা স্পষ্ট করে দিতে চাই যে, আমি যতদিন বেঁচে আছি, পশ্চিমবঙ্গে এই আইন প্রয়োগ হতে দেব না।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা শান্তনু ঠাকুর সম্প্রতি বলেছেন, এক সপ্তাহের মধ্যে সারা দেশে সিএএ চালু করা হবে। রবিবার দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার কাকদ্বীপে এক জনসভায় শান্তনু ঠাকুরের এই বক্তব্য বিতর্কিত আইনের আসন্ন প্রয়োগ নিয়ে উদ্বেগ বাড়িয়ে তোলে।

২০১৯ সালে কেন্দ্রের বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার কর্তৃক প্রণীত সিএএ-তে ২০১৪ সালের ৩১ ডিসেম্বরের আগে বাংলাদেশ, পাকিস্তান এবং আফগানিস্তান থেকে ভারতে আসা হিন্দু, শিখ, জৈন, বৌদ্ধ, পার্সি এবং খ্রিস্টান সহ নিপীড়িত অমুসলিম অভিবাসীদের ভারতীয় নাগরিকত্ব দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) সীমান্ত এলাকার বাসিন্দাদের পৃথক পরিচয়পত্র দেওয়ার অভিযোগ ওঠার খবরে উদ্বেগ প্রকাশ করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জনগণকে এই জাতীয় কার্ড গ্রহণ না করার বিষয়ে সতর্ক করেন। এগুলিকে "এনআরসি ফাঁদ" হিসাবে সম্ভাব্য সরঞ্জাম হিসাবে চিহ্নিত করেন। সীমান্তবর্তী এলাকার বাসিন্দাদের আলাদা পরিচয়পত্র দেওয়া হচ্ছে। এই কার্ডগুলি কখনই গ্রহণ করবেন না বলে আহ্বান জানান ওই এলাকার মানুষদের।

সীমান্তবর্তী জনগোষ্ঠীর মধ্যে নজরদারির প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সতর্ক করে বলেন, এটি একটি ফাঁদ।

কোচবিহার জেলায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাবির সঙ্গে এদিনের বক্তব্যের মিল রয়েছে, যেখানে তিনি বিএসএফের বিরুদ্ধে একই ধরনের কর্মকাণ্ডের অভিযোগ করেছিলেন, যদিও আধাসামরিক বাহিনী এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে।

মুখ্যমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস, সিপিআই (এম) এবং বিজেপির মধ্যে জোটের বিরুদ্ধে সমাবেশ করেন এবং এই অনুভূত হুমকির বিরুদ্ধে জনগণকে তৃণমূল কংগ্রেসের (টিএমসি) ব্যানারে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, তৃণমূলই রাজ্যের মানুষের অধিকারের জন্য লড়াই করছে। বাংলায় কংগ্রেস-সিপিএম-বিজেপি জোটকে পরাস্ত করতে আমাদের সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস শুধু পশ্চিমবঙ্গেই লড়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করার পর তিনি এই মন্তব্য করেন।

আটটি ভোট বাতিল হওয়ায় চণ্ডীগড়ের মেয়র বিজেপির, হাইকোর্টে গেল কংগ্রেস-আপ

আপনজন ডেস্ক: আম আদমি পার্টি (আপ) ও কংগ্রেসের আটটি ভোট বাতিল করে চণ্ডীগড় পৌরসভার মেয়র নির্বাচন জিতল বিজেপি। মঙ্গলবার গণনা শেষে দেখা গেল, মোট ৩৬টি ভোটের মধ্যে বিজেপির মেয়র প্রার্থী মনোজ সোনকার পেয়েছেন ১৬টি, কংগ্রেস-সমর্থিত আপ প্রার্থী কুলদীপ কুমার পেয়েছেন ১২টি। ভোটের ফল ঘোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিক্ষোভে ফেটে পড়েন আপ ও কংগ্রেস কাউন্সিলররা। তাঁরা হাইকোর্টের শরণাপন্ন হয়েছেন। মামলাটি বুধবারই যাতে শোনা হয়, সেই আরজি জানিয়েছেন পাঞ্জাবের কৌঁসুলি গুরমিন্দর সিং।

বিজেপি প্রার্থীকে মেয়র পদে বিজয়ী ঘোষণার পরপরই দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী ও আপ নেতা অরবিন্দ কেজরিওয়াল বিজেপির বিরুদ্ধে অসততার অভিযোগ আনেন।

'এক্স' হ্যান্ডেলে হিন্দিতে তিনি লেখেন, 'দিনদুপুরে ডাকাতি করা হল। চণ্ডীগড়ের মেয়র পদে নির্বাচনে যেভাবে বেইমানি করা হয়েছে, তা খুবই চিন্তার বিষয়। একটা মেয়র পদ পাওয়ার জন্য এই লোকজন যদি এতটা নিচে নামতে পারেন, তাহলে দেশের ভোট জিততে তাঁরা কোথায় নামবেন, ভাবলেই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হচ্ছি।'

ফল ঘোষণার পর কংগ্রেস মুখপাত্র পবন খেরা এক্স হ্যান্ডেলে সংক্ষিপ্ত মন্তব্যে বলেন, 'চণ্ডীগড়ে গণতন্ত্রকে হত্যার জন্য বিজেপি ৩০ জানুয়ারির দিনটি (গান্ধী হত্যা) বেছে নেবে, এতে আশ্চর্যের কিছু নেই।'

ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রায় থাকা কংগ্রেসের সাংগঠনিক সম্পাদক কে সি বেনুগোপালও বিবৃতি দিয়ে বলেছেন, 'গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা করায়ত্ত করার এ এক নির্লজ্জ প্রচেষ্টা। বিরোধী ভোট বাতিল করে নির্বাচনে জিতে বিজেপি দেখাল, এটাই ওদের চরিত্র।' বেনুগোপাল লেখেন, 'প্রথমে ওরা ভোট পিছিয়ে দিল। তারপর ভোট চুরি করার প্রক্রিয়া দেখাল। নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন বিজেপি গণতন্ত্রের কী হাল করবে, এটা তারই প্রমাণ। যাঁরা ভাবছেন ২০২৪ সালে জেতার পর ওরা গণতন্ত্র অব্যাহত রাখবে, এটা তাঁদের জন্য হুঁশিয়ারি।'

মেয়র ও দুই ডেপুটি মেয়রের নির্বাচন ঘিরে জাতীয় রাজনীতিতে আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছিল। কারণ, এই প্রথম এই ভোটে বিরোধী জোট ইন্ডিয়ার দুই শরিক কংগ্রেস ও আপ জোটবদ্ধ হয়েছিল। ভোট গ্রহণের দিন ছিল ১৮ জানুয়ারি। কিন্তু বিজেপির কাউন্সিলরদের গোলমালে তা স্থগিত হয়ে যায়। নির্বাচনের পরবর্তী দিন ধার্য হয় ৬ ফেব্রুয়ারি। এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কংগ্রেস ও আপ পাঞ্জাব-হরিয়ানা হাইকোর্টে যায়। হাইকোর্ট ৩০ জানুয়ারি ভোট করতে নির্দেশ দেন। চণ্ডীগড়ের মোট কাউন্সিলর ৩৫ জন। ওই কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত লোকসভা সদস্যও ভোটার। তাঁকে নিয়ে মোট ভোটার ৩৬। চণ্ডীগড়ের বিজেপির সংসদ সদস্য কিরণ খের প্রথম ভোট দেন। তারপর একে একে অন্যরা। আপের মোট কাউন্সিলরের সংখ্যা ১২, কংগ্রেসের ৮। সেই হিসাবে ইন্ডিয়া জোটের জয়ের সম্ভাবনা ছিল প্রশ্নের অতীত। কিন্তু গণনায় দেখা যায়, আপ ও কংগ্রেসের মোট আটটি ভোট বাতিল হয়েছে।

বিজেপি প্রার্থী সোনকর ১৬ ভোট পেয়ে জয়ী, আপ-কংগ্রেসের সম্মিলিত সংগ্রহ ১২ ভোট।

প্রিসাইডিং কর্মকর্তা অনিল মাসিহ্ ফল ঘোষণার পরই কক্ষ ছেড়ে চলে যান। কংগ্রেসের নেতা পবন বনসলের অভিযোগ, এরপরই বিজেপি কাউন্সিলররা ব্যালট পেপারগুলো ছিঁড়ে ফেলেন। পবন ছিলেন নির্বাচন তদারকির দায়িত্বে। তাঁর অভিযোগ, আপ ও কংগ্রেসের এজেন্টদের ব্যালট পেপার দেখতেও দেওয়া হয়নি।

চণ্ডীগড় পৌরসভার মেয়র পদের ভোটে চিরকাল সংবাদমাধ্যম উপস্থিত থেকেছে। এই প্রথম ভোটকক্ষে গণমাধ্যমকে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। গণমাধ্যমকে ভোট দেখাতে একটি ভিডিও স্ক্রিন টাঙানো হয়েছিল। তা-ও ছিল আবার শব্দহীন। ৭০০ পুলিশ কর্মী মোতায়েন করা হয়েছিল অবাঞ্ছিত ঘটনা এড়াতে। আপের পক্ষ থেকে একটি ভিডিও প্রচার করা হয়েছে। তাতে দেখা যাচ্ছে, প্রিসাইডিং কর্মকর্তা একের পর এক ব্যালট পেপারে কিছু লিখছেন। আপ-কংগ্রেসের অভিযোগ, বৈধ ব্যালট পেপারে টিকচিহ্ন দিয়ে তিনি তা অবৈধ করে দিচ্ছেন, যাতে সেগুলো বাতিল করা যায়।

স্কুলে ছাত্রীদের হিজাব ছাড়তে বলায় বিক্ষোভ বিধায়কের বিরুদ্ধে

আপনজন ডেস্ক: হিজাব পরিহিত শিক্ষার্থী এবং তাদের অভিভাবকরা সোমবার রাজস্থানের জয়পুর শহরে বিজেপি বিধায়ক বালমুকুন্দ আচার্যের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখাল। বিধায়ক বালমুকুন্দ স্কুলের এক অনুষ্ঠানে মুসলিম মেয়েদের 'জয় শ্রীরাম' বলতে এবং হিজাব না পরার আহ্বান জানানোয় তার বিরুদ্ধে এই বিশাল বিক্ষোভের আয়োজন। বিক্ষোভকারীরা সুভাষ চক থানায় জড়ো হয়ে বিধায়কের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার এবং তার ক্ষমা চাওয়ার দাবি জানায়।

বিক্ষোভকারীরা 'বাবা মাফি মাঙ্গেগা' এবং 'হিজাব হামারি জান হ্যায়' স্লোগান দেয়।

পিঙ্ক সিটির হাওয়া মহল বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক আচার্য রবিবার একটি সরকারি সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুলের বার্ষিক অনুষ্ঠানে এই মন্তব্য করেন, যেখানে প্রায় ৮৫ শতাংশ ছাত্রী মুসলিম। অনুষ্ঠানের ভাইরাল ভিডিওতে দেখা যায়, বিধায়ক স্কুল কর্তৃপক্ষকে জিজ্ঞাসা করছেন কেন তারা স্কুলে হিজাব নিষিদ্ধ করেননি। তাদেরকে হিজাব পরিধান করতে নিষেধ করুন। আপনি স্কুলে হিজাবের অনুমতি দিয়ে পরিবেশ বিকৃত করেছেন। স্কুলে হিজাবের অনুমতি দেওয়া বন্ধ করুন এবং এই জিনিসগুলি পরিবর্তন করুন। একটি স্থানীয় নিউজ চ্যানেলে রেকর্ড করা বিবৃতিতে তিনি একথা বলেন। এমনকী তিনি 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি দিলে যেসব শিক্ষার্থী তার স্লোগানে সাড়া দেয়নি তাদের তিরস্কার করেন।

রাজস্থান

বিক্ষোভকারী ছাত্রী ও তাদের অভিভাবকরা জানান, আচার্য নিজে বিধানসভায় গেরুয়া পোশাক পরেন। কিন্তু মুসলিম মেয়েদের হিজাব পরা নিয়ে তার সমস্যা আছে বলে জানান তারা। তিনি বলেন, "আচার্য নিজে গেরুয়া পোশাক পরে বিধানসভার ভিতরে যান, একটি স্কুলে এসে মুসলিম মেয়েদের 'জয় শ্রীরাম' বলতে বলেন এবং বলেন যে এই মেয়েরা হিজাব পরবে না। এই মানুষগুলো আসলে কী চায়? তাদের স্বেচ্ছাচারিতার শেষ কবে হবে?'

আপনাকে সাদর আমন্ত্রণ

INTERNATIONAL KOLKATA BOOK FAIR

১৮-৩১ জানুয়ারি, ২০২৪
(সেন্ট্রাল পার্ক মেলা প্রাঙ্গণ, সল্টলেক)
স্টল নং ৪৬৬
(৭ নং ও ৮ নং গেট-এর সন্নিকটে)

প্রকাশিত হল
ঠাকুর পরিবারের অন্দরে মুসলিম বৃত্তান্ত
জাইদুল হক

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সহ ঠাকুর পরিবারকে নিয়ে এখনও গবেষণার অন্ত নেই। সমাজজীবনে ঠাকুর পরিবারের অবস্থান আজও স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর থেকে শুরু করে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর– পরিচিতির জগতে তাদের বংশ পরিচয়ের গৌরবগাঁথায় সবচেয়ে বেশি আলোচিত নাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে মুসলিমদের যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে তার মধ্যে সম্প্রীতির ধারাকে সন্নিবিষ্ট করার উদ্দেশ্যেই এই গ্রন্থের অবতারণা।

প্রকাশিত হল
ব্যাপ্ত ফকিরের
জুমলাবাজি
ড. দিলীপ মজুমদার

ভারতীয় রাজনীতিতে বিজেপির অনুপ্রবেশ ও আধিপত্য বিস্তারের একটি নিরপেক্ষ পর্যালোচনার প্রচেষ্টা করা হয়েছে এই বইতে। এই দলটির ডিজিটাল প্রচারযন্ত্র, আইটি সেলের গতিবিধি ইত্যাদি অত্যন্ত শক্তিশালী। অন্য বিরোধীদলগুলি সেই তুলনায় অনেক পিছিয়ে। সেই সঙ্গে আছে নিত্য-নতুন জুমলার আকর্ষণ।

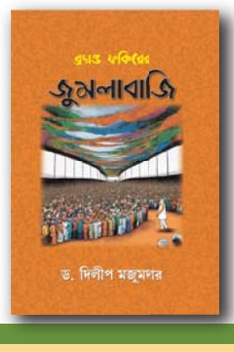

আপনজন পাবলিকেশন
৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০১৬ ফোন: ৯৬৭৪১৩৩৫৮০

আল-কুরআন এখন আরও সহজ হলো ● এই প্রথম পড়া এবং শোনা একসাথে
বইমেলায় স্টল নং ২২৪ ৩ নং গেটের পাশেই
মূল আরাবীসহ সহজ বাংলা অনুবাদ ও সঠিক উচ্চারণ
আল-কুরআন
অনুবাদক : বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ ঐতিহাসিক গোলাম আহমাদ মোর্তজা(রহ:)

বিশ্ববঙ্গীয় প্রকাশিত কুরআনটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য সমূহ
- বাংলা অনুবাদে এত সহজ শব্দের ব্যবহার এই প্রথম
- সহজ গদ্যে শুদ্ধ বঙ্গানুবাদ
- সঠিক বাংলা উচ্চারণ
- বিশ্ববিখ্যাত দু'জন ক্বারীর কণ্ঠে সমগ্র কুরআন শোনার ব্যবস্থা
- পারার শেষে নৈতিক শিক্ষামূলক আরাবী ক্যালিগ্রাফিসহ বঙ্গানুবাদ
- প্রতিটি সুরার বৈশিষ্ট্য, শানে নুযুল, টীকাসহ প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা।

QRকোডসহ
সমগ্র কুরআন এক খণ্ডে ১১৫০
দুই খণ্ড একত্রে আকর্ষণীয় গিফ্‌ট্ প্যাকসহ ১৪০০

গোলাম আহমাদ মোর্তজার গ্রন্থাবলী :
- চেপে রাখা ইতিহাস ৪৫০
- সিরাজুদ্দৌলার সত্য ইতিহাস ও রবীন্দ্রনাথ ৩০০
- বিভিন্ন চোখে স্বামী বিবেকানন্দ ৩০০
- এ এক অন্য ইতিহাস ২৫০
- বজ্রকলম ২৫০
- বাজেয়াপ্ত ইতিহাস ৯০
- ধর্মের সহিংস ইতিহাস ১২০
- ইতিহাসের এক বিস্ময়কর অধ্যায় ১১০
- পুস্তক সম্রাট ৯০
- অনন্য জীবন ১৫০
- মুসাফির ১১০
- সৃষ্টির বিস্ময় ৭০
- জাল হাদীস ও বিশ্বসমাজ ৮০
- ৪৮০টি হাদীস ও বিশ্বসমাজ ৮০
- এ সত্য গোপন কেন? ৩০
- সেরা উপহার ৩০
- রক্তমাখা ছন্দ ৩০
- রক্তাক্ত ডায়েরী ৩০

বিশ্ববঙ্গীয় প্রকাশন
বর্ণপরিচয়, বি-৯ কলেজ স্ট্রিট মার্কেট, কলকাতা-৭০০ ০০৭
০৩৩-২২৫৭ ০০৪২ ৯৮৩০০১২৯৪৭

প্রথম নজর

পূর্ব মেদিনীপুর জেলা জুড়ে দুই দিনের বিজ্ঞান মেলা

আনোয়ার হোসেন ● তমলুক

আপনজন: পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তরের উদ্যোগে নিমতৌড়িতে জেলা প্রশাসনিক ভবনে পূর্ব মেদিনীপুর যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তরের ব্যবস্থাপনায় ছাত্র- যুব বিজ্ঞান মেলা চলে ২৯ ও ৩০ শে জানুয়ারী দুই দিন ধরে।বর্তমান ছাত্র-যুব সমাজের মধ্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি,মানসিক দৃঢ়তা ও সৃষ্টিশীল চিন্তা ধারার উন্মেষ ঘটানো সহ অন্ধ বিশ্বাস ও কুসংস্কার দূরীকরণের লক্ষে পূর্ব মেদিনীপুর জেলা ছাত্র-যুব বিজ্ঞান মেলা এমনটাই জানায় আয়োজন কতৃপক্ষ।পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় ২৫ টি ব্লক থেকে একটি করে স্কুল,৫টি পৌরসভা থেকে ৫টি স্কুল মোট ৩০টি স্কুল অংশগ্রহণ করে এই মেলায়।কারামন্ত্রী অখিল গিরি বলেন আগে স্কুলে বাত্সরিক অনুষ্ঠানে এই ধরনের কোন বিজ্ঞান চর্চা নিয়ে প্রদর্শনী হতো না এখন রাজ্য সরকারের নির্দেশে এই ধরনের বিজ্ঞান প্রদর্শনী হওয়ায় বর্তমান প্রজন্ম বিজ্ঞানের দিকে অনেকটাই ঝোঁক বাড়ছে ছাত্র ছাত্রীদের।অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের কারা মন্ত্রী অখিল গিরি,অতিরিক্ত জেলাশাসক জেলা পরিষদ অনির্বাণ কোলে অতিরিক্ত জেলাশাসক ভূমি ও ভূমি রাজস্ব বৈভব চৌধুরী,জেলাপরিষদের সহ- সভাধিপতি সুহাসিনী কর,পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদের শিক্ষা সংস্কৃতি তথ্য ও স্থায়ী সমিতি কর্মাধ্যক্ষ অপর্ণা ভট্টাচার্যসহ আধিকারিকরা।

গান্ধীজি স্মরণ বোলপুরে

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: মঙ্গলবার মহাত্মা গান্ধীর তিরোধান দিবস পালিত হল বোলপুরে। মহাত্মা গান্ধী মহাপ্রয়াণ দিবস উপলক্ষে প্রার্থনা সভা মহকুমা তথ্য কেন্দ্র বোলপুর আয়োজনে মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর বোলপুর। গান্ধীজীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও পুষ্পস্তবক দিয়ে অনুষ্ঠানে শুভ সূচনা হয়।

এই অনুষ্ঠানে সর্ব ধর্ম প্রার্থনার আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বোলপুর তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের আধিকারিক নিলুফা পারভিন সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

কেষ্টপুরের পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রীকে যৌন হেনস্থার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: ভিআইপি রোড সংলগ্ন কেষ্টপুরের দেশপ্রিয় বালিকা বিদ্যালয় যৌন হেনস্থার শিকার হল পঞ্চম শ্রেণীর এক ছাত্রী। অভিযোগ মঙ্গলবার টিফিনের সময় পঞ্চম শ্রেণীর ওই ছাত্রীকে বাথরুমে ডেকে নিয়ে যান অভিযুক্ত স্কুলের নিরাপত্তা রক্ষী। এরপর তাকে ভয় দেখিয়ে নগ্ন করার চেষ্টা করেন এমনকি গোপনাঙ্গে হাত দেন। তার নগ্ন শরীরের ছবি ও মোবাইলে বন্দী করেন। ওই ছাত্রী ভয় পেয়ে চিৎকার করে কান্নাকাটি শুরু করে দেয়। অভিযুক্ত নিরাপত্তা লক্ষ্মী তাকে ভয় দেখায় বিষয়টি কাউকে না বলার জন্য। মঙ্গলবার ছুটি হওয়ার পর অন্যান্য অভিভাবকরা ওই ছাত্রীদের কাছ থেকে সমস্ত বিষয়ে জানতে পেরে তারা স্কুলের গেটে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে। স্কুল প্রাঙ্গণে দেখা দেয় তুমুল উত্তেজনা। খবর পেয়ে সেখানে ছুটে আসে বাগুইআটি থানার পুলিশ অফিসাররা। অভিভাবকরা ওই নিরাপত্তা রক্ষীকে গ্রেফতার করার দাবি জানাতে থাকে। তাদের অভিযোগ এর আগেও ওই স্কুলে এরকম ঘটনা ঘটেছে। স্কুল কর্তৃপক্ষ নাকি মঙ্গলবার এর ঘটনা ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করছিল। পুলিশ অফিসাররা উত্তেজিত অভিভাবকদের শান্ত করে ওই নিরাপত্তা লক্ষ্মীকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। পুলিশ তদন্তের স্বার্থে ওই স্কুলের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখছে।

ওই নিরাপত্তা রক্ষীর মোবাইল ফোনটি তদন্তের স্বার্থে পুলিশ আটক করেছে। পঞ্চম শ্রেণীর ওই ছাত্রীর বায়ান রেকর্ড করেছে পুলিশ। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার নরেন্দ্রপুরে অষ্টম শ্রেণীর এক ছাত্রীকে যৌন হেনস্তা করার অভিযোগে শিক্ষকদের ওপর হামলা চালিয়েছিল অভিভাবক সহ একদল বহিরাগত মানুষজন। সেই ঘটনায় কয়েকজন গ্রেপ্তার হলেও বাকিরা এখনো অধরা। মেয়েদের স্কুলে এই ধরনের যৌন নিগ্রহের ঘটনা বৃদ্ধি পাওয়ায় চিন্তিত প্রশাসন।

নজরুল চর্চা কেন্দ্রের অনুষ্ঠান বইমেলায়

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলার অন্যতম আকর্ষণ প্রতিদিন মুক্তমঞ্চগুলিতে একাধিক সংস্থার অনুষ্ঠান।

এই মুক্তমঞ্চে বিভিন্ন সাহিত্য পত্রিকার বইমেলা সংখ্যা যেমন প্রকাশিত হয় তেমনই থাকে কবিতা পাঠের আসরও। এবারই প্রথম ড. শেখ কামাল উদ্দীন প্রতিষ্ঠিত বারাসাত-কেন্দ্রিক 'নজরুল চর্চা কেন্দ্র' ২৮ জানুয়ারি আয়োজন করে গুণীজন সংবর্ধনা ও কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা এবং তাঁকে নিয়ে লেখা কবিতা পাঠ। অধ্যাপক-সমাজকর্মী ইমানুল হক, কবি-সম্পাদক ফারুক আহমেদ, অধ্যাপক-সম্পাদক আসরফী খাতুন, প্রধান শিক্ষক মাহামাদুর রহমান, প্রাক্তন অধ্যাপক অমলেন্দু দেবনাথকে স্ব স্ব ক্ষেত্রে অবদানের জন্য নজরুল চর্চা কেন্দ্রের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা পাঠ করেন অপর্ণা মিত্র, লিপিকা গুহ ঠাকুরতা, গৌতম কারক, ড. সীমা রায় ও প্রিয়াঙ্কা ভট্টাচার্য। নিজেদের লেখা কবিতায় কাজী নজরুল ইসলামকে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন শুভ্রা চক্রবর্তী ও মিলি ভট্টাচার্য। অনুষ্ঠানের শুরুতে নজরুল চর্চা কেন্দ্রের কার্যাবলী ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা জানান সংস্থার সম্পাদক শাহজাহান মন্ডল। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হিঙ্গলগঞ্জ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ড. শেখ কামাল উদ্দীন।

মমতার নির্বাচনী এজেন্ট শেখ সুফিয়ানের গুরুত্ব বাড়ল দলে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● নন্দীগ্রাম

আপনজন: সোমবার তৃণমূলের সংখ্যালঘু সেলের নব গঠিত রাজ্য কমিটির পদাধিকারীদের নাম ঘোষণা করা হয়েছে।তাতে দেখা গিয়েছে সংখা লঘু সেলের রাজ্য সহ-সভাপতি পদে নিযুক্ত করা হয়েছে সুফিয়ানকে।শুধু এই পদ প্রাপ্তি নয়,গত ১৮ জানুয়ারিই সুফিয়ানকে হলদিয়া উন্নয়ন পর্ষদের যুগ্ম সহ-সভাপতির পদেও নিযুক্ত করা হয়েছিল।অল্প সময়ের ব্যবধানে এই জোড়া পদপ্রাপ্তি প্রসঙ্গে সুফিয়ান বলেন, ''দল বরাবরই আমাকে গুরুত্ব দেয়।আমি প্রায় ২০ বছর ধরে দলের জেলা সহ-সভাপতি পদে ছিলাম। এবার আমাকে দলের সংখ্যালঘু সেলের রাজ্য সহ-সভাপতি পদে নিযুক্ত করেছে।দল আমাকে যে দায়িত্ব দিয়েছে তা যথাযথভাবে পালন করব।''দলীয় সূত্রের খবর,২০০৭ সালে নন্দীগ্রামে জমি রক্ষা আন্দোলনের অন্যতম নেতা ছিলেন শেখ সুফিয়ান ২০০৬ সালের বিধানসভা ভোটে নন্দীগ্রাম বিধানসভায় তৃণমূলের প্রার্থী হয়ে লড়াই করে হেরে গিয়েছিলেন।কিন্তু জমি রক্ষা আন্দোলনের পর্বের মাঝেই ২০০৮ সালের পঞ্চায়েত ভোটে বামেদের হারিয়ে পূর্ব মেদিনীপুর জেলাপরিষদের ক্ষমতা দখল করেছিল তৃণমূল।সেবার নন্দীগ্রাম থেকে জিতে সুফিয়ান জেলা পরিষদের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ পদ পেয়েছিলেন। এরপর ২০১৩ এবং ২০১৮ সালের পঞ্চায়েত ভোটে জেতার পরে সুফিয়ান জেলাপরিষদের সহ-সভাধিপতি পান। কিন্তু ২০২১ সালের বিধানসভার ভোটে নন্দীগ্রামে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিজপি প্রার্থী শুভেন্দু অধিকারীর কাছে হেরে যাওয়ার পরে সুফিয়ানের ভূমিকা নিয়ে দলের অন্দরেই প্রশ্নের মুখে পড়েছিলেন। মমতার 'নির্বাচনী এজেন্ট' হিসেবে থাকা সুফিয়ানের উপর ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন খোদ দলনেত্রীও। এর পরেই ২০২৩ সালের পঞ্চায়েতের ভোটে জেলা পরিষদের প্রার্থী তালিকা বাদ পঞ্চায়েত ভোটে সুফিয়ান নিষ্ক্রিয় হয়েছিলেন বলে অভিযোগ ওঠে। এবার পঞ্চায়েত ভোটে নন্দীগ্রাম-১ এবং নন্দীগ্রাম-২ পঞ্চায়েত সমিতি-সহ অধিকাংশ পঞ্চায়েতেই দখল করেছে বিজেপি। এমন আবহে সামনেই রয়েছে লোকসভা নির্বাচন।

দলীয় সূত্রের খবর, সুফিয়ানের নিষ্ক্রিয় হওয়ায় লোকসভা ভোটে তার প্রভাব পড়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে তৃণমূলের অন্দরে।তাই এখন সুফিয়ানকে দলের মূল স্রোতে ফেরানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বলে ধারণা রাজনৈতিক মহলের। আর সেই অঙ্কেই হয়তো প্রথমে সুফিয়ানের জোড়া পদ প্রাপ্তি!

পরিষদের সহ-সভাধিপতির পদে থেকেও পঞ্চায়েত ভোটে দলের প্রার্থী পদের টিকিট পাননি। গত কয়েক মাসে তাঁকে ঘিরে দলের অন্দরে একাংশ নেতারা সরহ হয়েছেন। ফলে কার্যত তৃণমূলে কোণঠাসা হচ্ছিলেন নন্দীগ্রামের জমি আন্দোলনের অন্যতম নেতা শেখ সুফিয়ান। এমন আবহে লোকসভা নির্বাচনের মুখে তৃণমূলের সংখ্যালঘু সেলের নব গঠিত রাজ্য কমিটির পদাধিকারীদের তালিকায় স্থান পেলেন সুফিয়ান।ক্ষুব্ধ' ওই নেতাকে এভাবেই শান্ত রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

রাহুলের 'ন্যায় যাত্রা'য় প্রশাসনের অসহযোগিতার অভিযোগ কংগ্রেসের

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: সাংসদ রাহুল গান্ধীর ভারতজড়ো ন্যায় যাত্রায় প্রশাসনের অসহযোগিতা এবং বিজেপি চক্রান্তের বিরুদ্ধে সরব হলো জেলা কংগ্রেস নেতৃত্ব। মঙ্গলবার দুপুরে সর্বভারতীয় কংগ্রেস নেতা তথা সাংসদ রাহুল গান্ধীর ভারতজড়ো ন্যায় যাত্রা নিয়ে একটি সাংবাদিক বৈঠক করেন জেলা কংগ্রেস নেতৃত্ব । তাতে উপস্থিত ছিলেন জেলা কংগ্রেসের সহ-সভাপতি তথা প্রাক্তন বিধায়ক ঈশা খান চৌধুরী সহ অন্যান্যরা।

এদিন সাংবাদিক বৈঠকে জেলা কংগ্রেস নেতা ঈশাখান চৌধুরী বলেন, কেন্দ্রের বিজেপি সরকার রাহুল গান্ধীর এই ভারতজড়ো ন্যায় যাত্রা নিয়ে ভয় পেয়ে গিয়েছে। তাই প্রথম থেকেই কেন্দ্রের প্রশাসন অসহযোগিতা করে আসছে। এছাড়াও রাজ্যের বিজেপির বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী রাহুল গান্ধীকে নিয়ে যে ধরনের কুরুচিকর মন্তব্য করেছে, তার আমরা তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। আসলে বিজেপির ভয়-ভীতি এখন কাজ করছে। রাহুল গান্ধীর ভারতজড়ো নয় যাত্রায় মাধ্যমে বেকারদের কর্মসংস্থান এবং দেশের উন্নয়নের কথা তুলে ধরছে ধরা হচ্ছে। আগামী লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেস সরকার ক্ষমতা আসলে দেশের উন্নয়ন হবে, বেকারদের কর্মসংস্থান হবে।

এদিন সাংবাদিক বৈঠকে জেলা কংগ্রেসের সহ-সভাপতি ঈশা খান চৌধুরী আরো বলেন, মালদায় ৩১ জানুয়ারি সাংসদ রাহুল গান্ধীর ভারত জড়ো ন্যায় যাত্রার কর্মসূচি রয়েছে। হরিশ্চন্দ্রপুর ব্লক থেকে শুরু করে রতুয়া, তারপরে ইংরেজবাজার কালিয়াচক এরকম একাধিক ব্লকে এই কর্মসূচি পালন করা হবে। রাহুল গান্ধীর এই সফরের মধ্যে দুপুরের মধ্যাহ্নভোজনের জন্য ভালুকায় যে গেস্ট হাউস চাওয়া হয়েছিল তা জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে অনুমতি দেওয়া হয়নি। ফলে প্রথম থেকেই প্রশাসন অসহযোগিতা করে আসছে। আসলে প্রত্যেকেই ভয় পেয়ে গিয়েছে। বাংলায় নতুন করে রাহুল গান্ধীর ভারতজড়ো ন্যায়যাত্রায় মানুষের ঢল নেমেছে। মানুষ এখন রাহুলজির পাশে থেকে কেন্দ্রের মোদি সরকার হটাও শ্লোগান তুলতে শুরু করেছে।

ডায়মন্ড হারবারে শ্রমিক মেলার উদ্বোধন করলেন অধ্যক্ষ বিমান

নকীব উদ্দিন গাজী ● ডা. হারবার

আপনজন: দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডায়মন্ড হারবারে শ্রমিক মেলার উদ্বোধন করলেন বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, মঙ্গলবার দিন ডায়মন্ড হারবারে শ্রমিক মেলায় উপস্থিত হয়ে বারাইপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক তথা বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় জানান যখন তখন ইডি সিবিআই রেইড করছে। কোন বিধায়ক কোন মন্ত্রী জনপ্রতিনিধি ভালোভাবে কাজ করতে পারছেন না প্রত্যেকে আতঙ্কিত,আর জা পরিকল্পিতভাবে করা হচ্ছে। ডায়মন্ডহারবারে ডায়মন্ড ক্লাবের মাঠে দুদিন ব্যাপী শ্রমিক মেলার আয়োজন করা হয়। মূলত এদিনের এই শ্রমিক মেলায় বারাইপুর বিধানসভার তথা বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় উপস্থিতি র পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা, পরিবহন প্রতিমন্ত্রী দিলীপ মন্ডল, জেলা সভাধিপতি নীলিমা মিস্ত্রি বিশাল কুলপির বিধানসভার বিধায়ক যোগরঞ্জন হালদার ডায়মন্ড হারবার পৌরসভার চেয়ারম্যান ভাইস চেয়ারম্যান ও ডায়মন্ডহারবার মহাকুমার শাসক সহ একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গরা। মূলত রাজ্য সরকার বিভিন্নভাবে স্বনির্ভর গোষ্ঠী মাধ্যমে রাজ্যের মহিলা থেকে পুরুষ প্রত্যেককে স্বনির্ভর করার চেষ্টা করেছেন। এবং রাজ্যের স্থায়ী অস্থায়ী শ্রমিকরা যাতে তাদের পরিবার সুষ্ঠুভাবে চলতে পারে তাদের জন্য একাধিক প্রকল্প ব্যবস্থা করেছে রাজ্য সরকার, মূলত ২০১১ সাল থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে দক্ষিণ ২৪ পরগনার শ্রমিকের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৫ লক্ষ ৩৭ হাজার ৯৮৭ জন। পাশাপাশি এই সমস্ত শ্রমিকদের জন্য বিনামূল্যে সামাজিক সুরক্ষা যোজনা ও ঘোষণা করেছে রাজ্য সরকার যেখানে আগে সরকারের পক্ষ থেকে ৩০ টাকা ও শ্রমিক পিছু পঁচিশ টাকা এই মোট ৫৫ টাকা করে ১৮ বছরের পর থেকে প্রতিমাসে দেওয়া হতো ,অন্যদিকে মা মাটি মানুষের সরকারের পক্ষ থেকে এই পুরো ৫৫ টাকাটাই সরকার দেবে এমনটাও ঘোষণা করে ছিল রাজ্য সরকার। ২০১১ সাল থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত সামাজিক সুরক্ষা যোজনা অনুদান প্রাপ্ত শ্রমিকের সংখ্যা ২ লক্ষ ৬৫ হাজার ২৬৪ জন। শ্রমিক পেনশন পেয়ে উপকৃত হয়েছে ৪১৬৩ জন ও পরিবহন শ্রমিক এর আওতায় ১৪০ জন পেনশন পাচ্ছেন। দুর্ঘটনায় মৃত্যু হলে পরিবার পাবে দু লাখ টাকা। দুর্ঘটনায় কোন শ্রমিকের মৃত্যু হলে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে দু লাখ টাকা আর্থিক অনুদান দেওয়া হয় বলে জানান অধ্যক্ষ।

এবার হাওড়া পুরনিগমের চালু হল ই-মিউটেশন

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: প্রোপার্টি ট্যাক্স, লাইসেন্স ট্যাক্সের পর এবার অনলাইন পরিষেবা চালু হয়ে গেল হাওড়া পুরনিগমের মিউটেশনেও। মঙ্গলবার ৩০ জানুয়ারি থেকে হাওড়া পুরনিগমের ই-মিউটেশন পরিষেবা চালু হলো। ফলে এখন থেকে বাড়িতে বসেই ই-মিউটেশন এর জন্য আবেদন জানানো যাবে। এরজন্য কীভাবে আবেদন করতে হবে তা পুরনিগমের নিজস্ব ওয়েবসাইটে দেওয়া হয়েছে। অনলাইনেই জমা করা যাবে মিউটেশন ফি। তবে, একবার আবেদনকারীকে ফিজিক্যালি ভেরিফিকেশনের জন্য ডকুমেন্টস নিয়ে পুরনিগমে আসতে হবে। মঙ্গলবার বিকেলে এক সাংবাদিক বৈঠকে একথা জানান পুরনিগমের মুখ্য প্রশাসক ডা: সুজয় চক্রবর্তী। এছাড়াও সুজয় চক্রবর্তী বলেন, প্রোপার্টি ট্যাক্স প্রদানের ক্ষেত্রে যদি কারও একসাথে পেমেন্ট করতে সমস্যা থাকে সেক্ষেত্রে তিনি চাইলে সেই টাকা ইনস্টলমেন্টে পে করার সুবিধা পাবেন। তবে সেই ক্ষেত্রে কারেন্ট প্রোপার্টি ট্যাক্স নয়, বরং বিগত বকেয়া ট্যাক্স আগে পেমেন্ট করতে হবে।

৩৪৬ বোতল ফেনসিডিল সহ গ্রেফতার দুই

নিজস্ব প্রতিবেদক ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: ৩৪৬ বোতল ফেনসিডিল এবং ১২ বোতল বিলেতি মদ সহ দুই বাংলাদেশি যুবককে গ্রেফতার করলো বিএসএফ। সোমবার সন্ধ্যায় মুর্শিদাবাদের সুতির চাঁদনীচক এলাকা থেকে গ্রেফতার করে ১১৫ নম্বর ব্যাটালিয়ান এর জওয়ানরা। ধৃত বাংলাদেশি দুই যুবকের নাম মহঃ হাবিবুর রহমান ও মোহাম্মদ সাহিন রেজা। উভয়ের বাড়ি বাংলাদেশের চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ থানা এলাকায়। সোমবার রাতেই ধৃত দুই বাংলাদেশিকে সুতি থানা পুলিশের হাতে তুলে দেয় বিএসএফ জওয়ানরা। মঙ্গলবার ধৃতদের বহরমপুর কোর্টে পাঠায় পুলিশ। কি উদ্দেশ্যে ওই দুই যুবক ভারতে এসেছিল এবং তাদের সঙ্গে আর কারা কারা জড়িত রয়েছে তা খতিয়ে দেখছে বিএসএফ এবং পুলিশ।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ভোর থেকেই ঘন কুয়াশার দাপট বাঁকুড়ায়

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: ভোর থেকেই ঘন কুয়াশার দাপটে নাজেহাল জেলাবাসী। মাঘের ঠান্ডায় জুবুথুবু বাঁকুড়া জেলার পাশাপাশি বিষ্ণুপুরের একাধিক প্রান্ত । তাপমাত্রারর পারদ গত ২৪ ঘন্টাই ঘোরাফেরা করছে ১০ ডিগ্রির আশেপাশে । সকাল বেলায় বিভিন্ন কাজ বা গন্তব্যের উদ্দেশ্যে যারা বেরিয়েছেন সকলেই গরম পোষাক , মাফলার টুপি , চাদর জড়িয়ে বেরিয়েছেন । শীতের চেনা ছবির পাশাপাশি ঘন কুয়াশার কারণে নাজেহাল সাধারন মানুষ । ভোর থেকেই ঘন কুয়াশার কারণে দৃশ্যমানতা কমেছে । কুয়াসা এতটাই ঘন যানবাহন চলাচল করছে হেডলাইট ফগলাইট জ্বালিয়ে।

তৃণমূলের কম্বল বিতরণ ডোমকলে

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: মুর্শিদাবাদ জেলার ডোমকল পৌরসভার ৫ নং ওয়ার্ড মেহেদীপাড়া গ্রামে তৃণমূল নেতৃত্বের উদ্যোগে শীতবস্ত্র বিতরণ করলেন মঙ্গলবার বিকেলে। ডোমকল বিধানসভার বিধায়ক জাফিকুল ইসলামের নির্দেশে এবং পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কর্মী মাসাদুল হক টনি সহ তৃণমূল নেতৃত্বের উদ্যোগে এই কম্বল বিতরণ করা হয়। মাসদুল হক টনি বলেন বর্তমানে যেভাবে শীত পড়ছে সেই শীতের কথা মাথায় রেখে পৌরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডের গরীব অসহায় দুস্থ মানুষের হাতে শীতবস্ত্র হিসেবে কম্বল তুলে দেন এদিন বলে জানিয়েছেন মুর্শিদাবাদ জেলা তৃণমূলের প্রাক্তণ সাধারণ সম্পাদক , বর্তমান পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল নেতৃত্ব মাসাদুল হক টনি। কম্বল বিতরণের পাশাপাশি আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে এবং আগামীকাল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুর্শিদাবাদের সভাকে সামনে রেখে সাংগঠনিক আলোচনা করা হয় এই মঞ্চে। এই মঞ্চে উপস্থিত ডোমকল ব্লক ও টাউন তৃণমূল নেতৃত্ব সফিকুল ইসলাম পটল বুথ সভাপতি ,ভুট্টু,মফিদুল ইসলাম সহ একাধিক অঞ্চল নেতৃত্ব ও কর্মী সমর্থকরা।

মাকে বাঁচানোর আর্জি দুই নাবালিকার

মাফরুজা মোল্লা ● জয়নগর

আপনজন: দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগর থানার অন্তর্গত ধোসা চন্দনেশ্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের তিলপি গ্রামের বাসিন্দা। বাবা থেকেও নেই! মহসিনা ও মফার্জিলা গাজী শুধু কাঁদছে আর বাড়িতে যে যাচ্ছে তাকেই মহসিনা তাদের মাকে বাঁচানোর কারত আর্জি জানাচ্ছে। প্রায় ছয় বছর আগে তাদের মা তহুরা গাজী দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং থানার অন্তর্গত কলেজ মোড় এলাকায় দিদির বাড়িতে গিয়েছিলেন তহুরা গাজী। দিদির বাড়িতে ফেরার পথে ক্যানিং থানার অন্তর্গত সাতমুখী এলাকায় অটো ও মোটর ভ্যান এর মুখোমুখি সংঘর্ষে তহুরা গাজীর পা ভেঙে যায়। তবে দ্রুত চিকিৎসার পরে। অপারেশন হয়ে গেলেও পায়ের ভেতরে থাকা পাত না বের করতে পেরে দিনকে দিন। সেই জায়গাটি অবস্থা খারাপ হতে থাকে। তার কারনে সমস্যার সম্মুখীন হয় । চলাফেরা থেকে হাঁটতে গেলে। এরপর থেকে অসহায় হয়ে পড়ে তহুরা। সম্পর্কে তার এক বোনের কাছে আশ্রয় নেয় তহুরা। বর্তমানে অসহায়ের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন তহুরা।

মেয়েদেরকে নিয়ে এ কনকনে ঠান্ডা রাস্তার পাশে থাকা একটি ত্রিপুল খাটিয়ে। তহুরা বলেন অসহায় মধ্যে কয়েকবার দুয়ারের সরকারের লক্ষীর ভান্ডারের জন্য আবেদন করেও মেলেনি লক্ষীর ভান্ডার মতন প্রকল্প । তার বাচ্চাদের মাথার ছাদ এবং বেঁচে থাকার আশ্রয়স্থল ভরসা একমাত্র তাদেরই মা। তার মার এমন করুণদশা দেখে কান্নায় ভেঙে পড়ে দুটি মেয়ে।তাদের বাবা প্রায় দুবছর আগে অন্যত্র চলে গিয়েছে ছেড়ে তার মাকে। তহুরা দুই ছেলেও ঠিক মতন দেখেন না মাকে। মায়ের আদর স্নেহে লেখাপড়া করে বড় হওয়ার চেষ্টা করছিলেন। তবে মায়ের এমন করুন অবস্থা দেখে স্কুলে যাওয়া বন্ধ দিতে হল। দুই বোন স্থানীয় স্কুলের চতুর্থ ও ওয়ানের শ্রেণীর পড়ুয়া। দুই বোনই লেখাপড়ার পাশাপাশি বাড়িতে রান্না করা সহ যাবতীয় কাজ করে থাকে। তাই তাদের আর্জি মাকে বাঁচানো।

তালিত গৌড়েশ্বর স্কুলে পরীক্ষার্থী বিদায় সংবর্ধনা

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: তালিত গৌড়েশ্বর উচ্চ বিদ্যালয় পূর্ব বর্ধমানের অন্যতম স্কুল যারা পঠন ও সামাজিক কাজকর্মে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছে।প্রায় দেড় হাজার ছাত্র ছাত্রী এই স্কুলে পড়াশুনা করে ।চল্লিশ শতাংশের বেশি ছাত্র ছাত্রী সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের।এই স্কুলের মাধ্যমিক উচচমাধ্যমিক ছাত্র ছাত্রীদের বিদায় সংবর্ধনা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এর সঙ্গে ছাত্রদের ক্যারিয়ার গাইড এবং ছাত্র ছাত্রীদের মনসংযোগ বাড়ানোর জন্য বিশেষ ব্যবস্থায় আয়োজন করে।স্কুলের এই অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত হয়েছিলেন প্রজাপতি ব্রম্ভো কুমারী বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ধমান সেন্টারের প্রধান বি কে রুমা, উপস্থিত ছিলেন সি কম বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে রঞ্জন বিশ্বাস ,প্রবাল কান্তি ব্রম্ভ , ইস্ট ওয়েস্ট স্কুলের রাকেশ মুখার্জি ,সাংবাদিক সফিকুল ইসলাম সহ অনেক বিশিষ্ট অতিথিরা। এই অনুষ্ঠানে বি কে রুমা ছাত্র ছাত্রীদের পরীক্ষার আগে মনসংযোগ বাড়ানোর জন্য মেটিভেশন শিক্ষা দেন । স্কুলের প্রধান শিক্ষক নিখিল কুমার খান আগত অতিথিদের স্বাগত জানান। প্রধান শিক্ষক বলেন, এই স্কুল পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার দিকে বিশেষভাবে নজর দিচ্ছে ।

প্রথম নজর

অভিশংসনের মুখে মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট মুইজ্জু

আপনজন ডেস্ক: এবার বিরোধীদের অভিশংসন প্রক্রিয়ার মুখে পড়েছেন মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ মুইজ্জু।
দেশটির প্রধান বিরোধী দল মালদিভিয়ান ডেমোক্রেটিক পার্টি (এমডিপি) তার বিরুদ্ধে এই অভিশংসনের প্রক্রিয়া শুরু করতে চলেছে।
এমডিপি এরইমধ্যে মুইজ্জুর সরকারকে অভিশংসনে জন্য সংসদ সদস্যদের সইও সংগ্রহ করতে শুরু করেছে।
চীনা গোয়েন্দা জাহাজকে মালেতে নোঙর করতে দিয়ে বিরোধীদের রোষাণলে পড়েছেন মুইজ্জু।
রোববার সংসদে অভিশংসন প্রক্রিয়া শুরুর পর পার্লামেন্টে ব্যাপক হাতাহাতিতে জড়ায় দুই পক্ষ।
দুই বিরোধী দল 'মালদ্বীপ ডেমোক্রেটিক পার্টি (এমডিপি) ও 'দ্য ডেমোক্র্যাট'-এর ৮০ সদস্যবিশিষ্ট পার্লামেন্টে সদস্যসংখ্যা ৫৫।
মুইজ্জু ক্ষমতাসীন হওয়ার পরই মালদ্বীপে অবস্থানকারী ৮৮ ভারতীয় সেনাকে দেশে ফেরত পাঠানোর ঘোষণা দেন। এরপর থেকেই ভারতপন্থীরা তার বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়।

কলম্বিয়ার বিমানবন্দরে বিষাক্ত 'হারলেকুইন' ব্যাঙ

আপনজন ডেস্ক: বিমানবন্দর থেকে বিষাক্ত ব্যাঙ জব্দ করেছে কলম্বিয়া। দেশটির কর্তৃপক্ষ সোমবার (২৯ জানুয়ারি) বোগোটা বিমানবন্দর দিয়ে পাচার করার সময় ১৩০টি বিষাক্ত ব্যাঙ জব্দ করেছে। এ ঘটনায় ব্রাজিলের এক নারীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
গ্রেপ্তার হওয়া ওই নারী একটি ছোট পাত্রে 'হারলেকুইন (ওফাগা হিস্ট্রিওনিকা)' নামে বিষাক্ত ব্যাঙ পরিবহন করছিলেন এবং তিনি ব্রাজিলের সাও পাওলোয় যাচ্ছিলেন।
ওই নারী দাবি করেছেন, স্থানীয় একটি সম্প্রদায় উপহার হিসেবে তাঁকে এই ব্যাঙ দিয়েছে।
বোগোটার পরিবেশসচিব আদ্রিয়ানা সোটো সাংবাদিকদের এ তথ্য জানিয়েছেন। হারলেকুইন ব্যাঙ সাধারণত লম্বায় পাঁচ সেন্টিমিটারের (দুই ইঞ্চি) কম এবং বিষাক্ত হয়। এরা ইকুয়েডর ও কলম্বিয়ার মধ্যে প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূল বরাবর স্যাঁতসেঁতে বনে বাস করে।
মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার অন্যান্য দেশেও এদের দেখা পাওয়া যায়।
কলম্বিয়ার বোগোটার পুলিশ কমান্ডার জুয়ান কার্লোস আরেভালো বলেন, 'এই বিপন্ন প্রজাতিটির আন্তর্জাতিক বাজারে বেশ চাহিদা রয়েছে।'
তিনি আরো বলেন, 'ব্যক্তিগত সংগ্রহকারীকে প্রতিটি ব্যাঙের জন্য এক হাজার ডলার পর্যন্ত জরিমানা দিতে হতে পারে।'
পুলিশ জানিয়েছে, ব্যাঙ বহনকারী নারীকে বন্য প্রাণী পাচারের অপরাধে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
বন্য প্রাণী পাচার কলম্বিয়াতে সাধারণ ঘটনা। বিশ্বের সবচেয়ে জীববৈচিত্র্যপূর্ণ দেশগুলোর মধ্যে কলম্বিবা একটি দেশ, বিশেষ করে উভচর, ছোট স্তন্যপায়ী প্রাণী এবং হাঙরের মতো সামুদ্রিক প্রাণীর জন্য দেশটি বিখ্যাত।

ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দিতে প্রস্তুত ব্রিটেন

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাজ্যের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরন জানিয়েছেন, যুক্তরাজ্য ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দিতে প্রস্তুত রয়েছে। এখন শুধু সঠিক সময়ের অপেক্ষা।
সোমবার (৩০ জানুয়ারি) লন্ডনে ব্রিটেনের মন্ত্রিসভার (ওয়েস্টমিনস্টার) এক অনুষ্ঠানে এই ঘোষণা দিয়েছেন তিনি।
তার বক্তব্যে মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাতমুখর পরিস্থিতি, ফিলিস্তিনিদের নিজেদের স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবির ন্যায্যতা, নিজেদের নাগরিকদের নিরাপত্তা দিতে ইসরায়েলের ব্যর্থতাসহ বিভিন্ন বিষয় উঠে এসেছে। মন্ত্রী জানিয়েছেন, স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি আদায়ে জাতিসংঘেও ভূমিকা রাখবে ব্রিটেন ও তার মিত্ররা।
অনুষ্ঠানে ক্যামেরন বলেন, 'আমরা ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেবো এবং এ ইস্যুকে আরো গতিশীল করতে জাতিসংঘেও কাজ করব। আমাদের মিত্ররা এক্ষেত্রে সহযোগিতা করবে বলে আশা করছি। কারণ, যদি জাতিসংঘে ফিলিস্তিনের স্বীকৃতিতে নিয়ে প্রক্রিয়া শুরু হয়, তাহলে গত কয়েক দশকের অপেক্ষা শেষ হওয়ার পথ সুগম হবে।
প্রসঙ্গত, ১৯৭৪ সালে আরব লীগের সম্মেলনে স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র এবং সেই রাষ্ট্রের একমাত্র বৈধ সরকার হিসেবে ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষকে স্বীকৃতি দেয় আরব লীগ। ১৯৬৬ সাল থেকে স্বাধীন ফিলিস্তিনের দাবিতে আন্দোলন করে আসা গণতান্ত্রিক শক্তিগুলোর সম্মিলিত জোট ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ (পিএ) শুরুর দিকে ইসরায়েল রাষ্ট্রের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছিল; তবে ১৯৮২ সালে 'দ্বিরাষ্ট্র সমাধান' বা ইসরায়েলের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বও মেনে নেয় পিএ। এই প্রক্রিয়া অবশ্য শুরু হয়েছিল গত শতকের ষাটের দশক থেকেই। ১৯৬৭ সালে ফিলিস্তিন ও ইসরায়েল– দুই রাষ্ট্রের সীমানাও নির্ধারণ করা হয়েছিল।
কিন্তু ইসরায়েল কখনও দ্বিরাষ্ট্র সমাধানকে পুরোপুরি স্বীকৃতি দেয়নি, উপরন্তু প্রায় নিয়মিত প্রস্তাবিত সীমানা লঙ্ঘণ করে নিজেদের রাষ্ট্রের সীমানা বৃদ্ধি করে চলেছে। ক্যামেরন বলেন, 'নিজেদের স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবিতে ফিলিস্তিনের জনগণ যে আন্দোলন শুরু করেছিলেন, তা এরইমধ্যে পরিণত হয়েছে। এখন একে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। তাছাড়া তাদের এই আন্দোলন ন্যায্য এবং ফিলিস্তিনের জনগণের ন্যায্য আন্দোলনকে সমর্থন দিতে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।
ফিলিস্তিনিদের পাশে দাঁড়ানোর দীর্ঘ ঐতিহ্য ব্রিটেনের রয়েছে।'
'তাছাড়া আরো কারণ রয়েছে। ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা কেবল একটি রাষ্ট্রের স্বাধীনতা নয়; বরং এটি মধ্যপ্রাচ্য থেকে সন্ত্রাসবাদেরও বিদায় ঘণ্টা। আমাদের স্বীকৃতি দেওয়ার একটি কারণ হলো আমরা ওই অঞ্চল থেকে সন্ত্রাসবাদ স্থায়ীভাবে নির্মূল করতে চাই। এই অঞ্চলটিকে আমাদের নিবিড় পর্যবেক্ষণের মধ্যে রাখা প্রয়োজন এবং ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি ব্যাপারটি সহজ করবে।'
'বর্তমানে সেখানে যে ভয়াবহ যুদ্ধ চলছে, অস্থায়ী বিরতি তার কোনো সমাধান নয়। সেখানে প্রয়োজন স্থায়ী যুদ্ধবিরতি।' নিজ বক্তব্যে ইসরায়েলেরও কঠোর সমালোচনা করেন ক্যামেরন। তিনি বলেছেন, 'ইসরায়েল হয়তো তার তার অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করতে পেরেছে, নাগরিকদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে পেরেছে, শক্তিশালী প্রতিরক্ষা বাহিনীও গড়ে তুলেছে; কিন্তু নাগরিকদের নিরাপত্তা তারা নিশ্চিত করতে পারেনি। এটা তাদের ব্যর্থতা এবং ইসরায়েলের গত কয়েক দশকের ইতিহাস মূলত এই ব্যর্থতার ইতিহাস।' তিনি আরো বলেন, 'যে কোনো দীর্ঘমেয়াদী চুক্তির অংশ হিসেবে ইসরায়েলকে সব জিম্মিকে মুক্তি দিতে হবে এবং একই সাথে হামাসকে নিশ্চিত করতে হবে যে তারা ইসরায়েলের ওপর আর হামলা চালাবে না এবং তাদের নেতৃত্ব গাজা ছেড়ে চলে যাবে।' ক্যামেরন বলেন, 'চুক্তিটি কঠিন হবে তবে অসম্ভব নয়। যুদ্ধবিরতি এখন প্রয়োজন এবং আলোচনার বিষয়ে ভালো লক্ষণ রয়েছে। এখনও এমন একটি পথ রয়েছে যা আমরা উন্মুক্ত দেখতে পাচ্ছি যেখানে আমরা সত্যিই অগ্রগতি করতে পারি। শুধু সংঘাতের অবসান ঘটাতে নয় বরং একটি রাজনৈতিক সমাধানের।'

নতুন চুক্তির প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যান হামাসের

আপনজন: আপনজন ডেস্ক: ইসরায়েলি জিম্মিদের মুক্তির নতুন প্রস্তাব নাকচ করেছে হামাস।
সোমবার সন্ধ্যায় ইসরায়েলের দেয়া এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সশস্ত্র গোষ্ঠীটি। সংঘাত বন্ধে এবং গাজা থেকে সকল ইসরায়েলি সেনা প্রত্যাহারে কার্যকর নয়, এমন কোনো চুক্তি মেনে নেয়া হবে না বলে জানিয়েছে হামাস।
আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমগুলোতে বলা হয়েছে, ওই কাঠামো অনুযায়ী, হামাস-ইসরায়েলের মধ্যে প্রাথমিক অবস্থায় দুই মাসের যুদ্ধবিরতি হবে। ওই সময় নারী, শিশু ও বৃদ্ধ জিম্মিদের ছাড়বে হামাস। এর বদলে ফিলিস্তিনি বন্দিদের তাদের কারাগার থেকে মুক্তি দেবে দখলদার ইসরায়েল। পরবর্তীতে ইসরায়েলি সেনাদের মুক্তি দেবে হামাস। সেটি অনুযায়ী, যুদ্ধবিরতির মেয়াদ আরো বাড়তে পারে।
তবে হামাস নতুন এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে বলে জানিয়েছে ইসরায়েলি সংবাদমাধ্যম টাইমস অব ইসরায়েল। মূলত গতকাল সোমবার সন্ধ্যায় হামাস একটি বিবৃতি দেয়, এতে তারা স্পষ্ট করে জানায় যে কোনো ধরনের বিরতির শর্ত হলো, ইসরায়েলকে তার সব সেনাকে প্রত্যাহার করে নিতে হবে এবং যুদ্ধ বন্ধ করতে হবে। এরপর জিম্মিদের মুক্তির ব্যাপারে আলোচনা হবে।
এছাড়া হামাসের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা তাহের আল-নোনুউ বার্তাসংস্থা এএফপিকে বলেছেন, আমরা প্রথমে যা নিয়ে কথা বলছি সেটি হলো, একটি পূর্ণ এবং বিস্তৃর্ণ যুদ্ধবিরতি। কোনো অস্থায়ী সাময়িক যুদ্ধবিরতি নয়। যখন হামলা বন্ধ হবে; জিম্মি মুক্তিসহ অন্য সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করা যাবে।
যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদমাধ্যম এনবিসি নিউজ অবশ্য জানিয়েছে, নতুন জিম্মি চুক্তির প্রস্তাবের বিরুদ্ধে সরাসরি হামাস এ বিবৃতি দিয়েছে কি না সেটি স্পষ্ট নয়।
তবে এটি সত্যি যে, নতুন এ চুক্তির প্রস্তাবে স্থায়ী যুদ্ধবিরতির কথা বলা হয়নি। আবার এটি পুরোপুরি বাদও দেয়া হয়নি।

রাখাইনে তীব্র লড়াইয়ে সেনাবাহিনীর সদর দফতর দখলে নিল আরাকান আর্মি

আপনজন ডেস্ক: মিয়ানমারের পশ্চিমাঞ্চলের রাখাইন রাজ্যে দেশটির সেনাবাহিনীর সঙ্গে আরাকান আর্মির (এএ) তীব্র লড়াই চলছে।
রোববার আরাকান আর্মি রাখাইনের মিনবিয়া শহরে মিয়ানমারের সেনাবাহিনীর ৩৮০ ব্যাটালিয়নের সদর দফতর দখলে নেয়ার দাবি করেছে।
মিয়ানমারের ইংরেজি দৈনিক ইরাবতীর এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়। এ প্রতিবেদনে জানানো হয়, রাখাইনের ম্রাউক ইউ, কিয়াকতাও এবং রাথেডং এলাকায় জান্তা বাহিনীর সঙ্গে আরাকান আর্মির লড়াই অব্যাহত রয়েছে।
আরাকান আর্মি এক বিবৃতিতে বলেছে, জান্তা সৈন্যরা আর আমাদের সঙ্গে লড়াই করতে পারছেন না। তারা এখন আরো বেশি গোলাবর্ষণ ও বিমান হামলা করছে।
এতে আরো বলা হয়েছে, ম্রাউক ইউ শহরে মিয়ানমার সেনাবাহিনীর ৩৭৭ ও ৫৪০ ব্যাটালিয়ন এবং পুলিশের ৩১ ব্যাটালিয়ন থেকে গোলাবর্ষণ করা হয়। শনিবার জান্তা বাহিনীর গোলাবর্ষণে ম্রাউক ইউ শহরের চারজন বাসিন্দা নিহত এবং আহত হয়েছেন অন্তত ২০ জন।
স্থানীয়রা বলেছেন, জান্তা সৈন্যরা রামরি শহরে এক সপ্তাহের বেশি সময় ধরে গোলাবর্ষণ ও বিমান হামলা চালিয়ে আসছে। তবে শহরটিতে আরাকান আর্মির বিদ্রোহীদের সঙ্গে সেনাবাহিনীর সম্মুখ লড়াইয়ের কোনো খবর জানা যায়নি।
শনিবার বুথিডং শহরেও উভয়পক্ষের মাঝে তুমুল সংঘর্ষের খবর পাওয়া গেছে। এতে জান্তা সৈন্যরা আহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে আরাকান আর্মি।
পাশাপাশি সিত্তে ও মিনবিয়া শহরে গোলাবর্ষণ করেছে রাখাইন রাজ্যের রাজধানী সিত্তেতে অবস্থিত মিয়ানমার সেনাবাহিনীর ২৩২ এবং ৩৪৪ ব্যাটালিয়ন।
সেখানকার বাসিন্দারা বলেছেন, মিনবিয়া শহরের খোয়া সোন গ্রামে সেনাবাহিনীর গোলাবর্ষণে অন্তত তিন বাসিন্দা গুরুতর আহত হয়েছেন। এর আগে, আরাকান আর্মির যোদ্ধারা গত ২৪ জানুয়ারি পাকতাও শহরের দখল নেন।
এরপর থেকে জান্তা সৈন্যরা পাকতাও শহরে বিমান হামলা এবং গোলাবর্ষণ করছেন।
অন্যদিকে আরাকান আর্মি বলেছে, শনিবার মিয়ানমার সেনাবাহিনীর ওয়াই-১২ সামরিক পরিবহন বিমান থেকে বোমা হামলা চালানো হয়েছে রাতেও পাকতাও শহরে।
উল্লেখ্য, আরাকান আর্মি গত বছরের নভেম্বরে রাখাইন রাজ্যে নতুন করে লড়াই শুরু হওয়ার পর থেকে দক্ষিণ চিন রাজ্যের পালেতওয়া এবং উত্তর রাখাইনে জান্তা বাহিনীর ১৬০টিরও বেশি ঘাঁটির দখল নিয়েছে।

গাজার জন্য তহবিল পেতে মরিয়া ইউএনআরডাব্লিওএ

আপনজন ডেস্ক: ইসরায়েলের জনপদে হামাসের হামলার ঘটনায় কয়েক কর্মীর জড়িত থাকার অভিযোগ ঘিরে ফিলিস্তিনি শরণার্থী বিষয়ক জাতিসংঘের সংস্থা ইউএনআরডাব্লিওএতে অর্থায়ন বন্ধ করেছে আরো দুটি দাতা দেশ।
এদিকে দাতা দেশগুলো মুখ ফেরানোয় গাজার জন্য তহবিল পেতে মরিয়া হয়ে উঠেছে সংস্থাটি। ইউএনআরডাব্লিওএ বলেছে, অর্থ সহায়তার জন্য তারা অত্যন্ত মরিয়া হয়ে উঠেছে। কারণ গাজায় প্রতি মানবিক সহায়তার চাহিদা ঘণ্টা ঘণ্টায় বেড়েই চলেছে। তারা বলছে, নতুন করে তহবিল না পেলে ফেব্রুয়ারির পরে তারা গাজায় ত্রাণ কার্যক্রম চালাতে পারবে না। এদিকে জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস বলেছেন, তাঁরা হামাসের হামলায় জড়িতদের মধ্যে ৯ জনকে চিহ্নিত এবং ইউএনডাব্লিওএর প্রধানকে চাকরিচ্যুত করেছেন। কিছু মানুষের জন্য গাজার অসহায় মানুষদের শাস্তি না দিতে দাতা দেশগুলোর প্রতি অনুরোধ জানিয়েছেন তিনি।
জাপান ও অস্ট্রিয়া বলেছে, তারা জাতিসংঘের সংস্থায় অর্থায়ন স্থগিত করেছে। এরই মধ্যে অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, ফিনল্যান্ড, জার্মানি ইতালি, নেদারল্যান্ডস, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র ইউএনডাব্লিওএতে অর্থায়ন স্থগিত করেছে। এদিকে গাজা সিটির উপকূলীয় এলাকায় বসবাসকারী ফিলিস্তিনিদের বাড়িঘর ছেড়ে অন্যত্র চলে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছে ইসরায়েলি সেনারা।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ইরানে হামলা চালাতে বাইডেনের ওপর চাপ বাড়ছে

আপনজন ডেস্ক: জর্ডানে যুক্তরাষ্ট্রের একটি ছোট ঘাঁটিতে ড্রোন হামলায় যুক্তরাষ্ট্রের তিন সেনা নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে আরো ৩৪ জন। হামলার জন্য ইরানকে দায়ী করে প্রতিশোধ নেয়ার ঘোষণা দিয়েছে ওয়াশিংটন। কিন্তু হামলার সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা অস্বীকার করেছে ইরান।
ইসরায়েল-ফিলিস্তিন যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর ইরাক, সিরিয়া, ইয়েমেন উপকূলে যুক্তরাষ্ট্রের সেনাদের ওপর ১৫০টির বেশি হামলা হয়েছে। এসব হামলায় যুক্তরাষ্ট্রের কয়েক জন সেনা কিছুটা আহত হলেও নিহতের কোনো ঘটনা ঘটেনি।
তবে রোববার সিরিয়া সীমান্তের কাছে ওই ড্রোন হামলায় একসঙ্গে তিন সেনা নিহত হওয়ার ঘটনা যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিতে উত্তেজনা তৈরি করেছে। সীমাহীন চাপে পড়েছেন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন।
হামলার পর বিরোধী রিপাবলিকান পার্টির অনেক রাজনীতিবিদ ইরানে সরাসরি হামলা চালানোর দাবি জানিয়েছেন।
বৃহত্তর পরিসরে যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কায় বাইডেন সরাসরি কোনো পাল্টা সামরিক হামলার পদক্ষেপ নেয়ার ব্যাপারে এতদিন অনিচ্ছুক ছিলেন। তবে এবারের হামলার ঘটনার পর রোববার সাউথ ক্যারোলাইনায় বাইডেন এক নির্বাচনী প্রচার সমাবেশে বলেছেন, আমরা এ হামলার জবাব দেব। এ ব্যাপারে বিস্তারিত আর কিছু বলেননি তিনি।
বিশেষজ্ঞরা বলছেন, জর্ডানে প্রাণঘাতী ওই হামলার জবাবে বাইডেন ইরানের বাইরে এমনকি ভেতরেও ইরানি বাহিনীর ওপর হামলা চালাতে পারেন। কিংবা শুধুমাত্র ইরান-সমর্থিত মিলিশিয়াদের বিরুদ্ধে আরো সতর্কতার সঙ্গে প্রতিশোধমূলক হামলার পথও বেছে নিতে পারেন।
জর্ডানে ড্রোন হামলায় মার্কিন সেনা নিহতের ঘটনাকে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য ভয়ংকর দিন বলে উল্লেখ করেছেন রিপাবলিকান দলের সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।
প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনেরও তীব্র সমালোচনা করেছেন তিনি।
ট্রাম্প এবং তার রিপাবলিকান মনোনয়নপ্রত্যাশী প্রতিপক্ষ নিকি হ্যালিসহ আরো কয়েকজন বিশিষ্ট রিপাবলিকান জর্ডানের ঘাঁটিতে হামলার ঘটনার জন্য জো বাইডেনের দুর্বলতা ও তার ইরান নীতিকে দায়ী করেছেন।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.৫২ মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.২৯ মি.

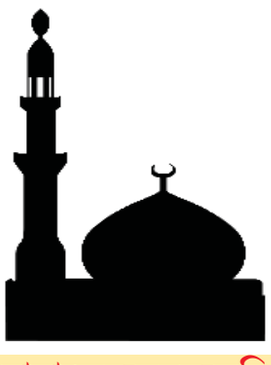

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.৫২	৬.১৫
যোহর	১১.৫৫	
আসর	৩.৪৭	
মাগরিব	৫.২৯	
এশা	৬.৪১	
তাহাজ্জুদ	১১.১১	

নাইজারে জঙ্গি হামলায় নিহত ২২

আপনজন ডেস্ক: নাইজারের পশ্চিমাঞ্চলে মালি সীমান্তবর্তী একটি গ্রামে সন্দেহভাজন জঙ্গিদের হামলায় ২২ জন নিহত হয়েছেন।
মোটোগাটটা গ্রামের নিকটবর্তী একটি এলাকার বাসিন্দারা নিহতের সংখ্যা নিশ্চিত করেছেন। সোমবার স্থানীয় সূত্রের বরাত দিয়ে এএফপি এ তথ্য জানিয়েছে। স্থানীয় নির্বাচন কর্মকর্তা বলেছেন, নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে আত্মঘাতী হামলাকারীও আছেন।
সরকারি কর্মকর্তারা বলছেন, হামলাকারীরা স্থানীয় সময় বিকেল চারটার দিকে মোটরবাইকে করে এসে গ্রামটিতে হামলা চালায়।

সুদানের বিতর্কিত অঞ্চলে সংঘর্ষ, নিহত ৫৪

আপনজন ডেস্ক: সুদান ও দক্ষিণ সুদান উভয়ের দাবিকৃত বিতর্কিত অঞ্চলে প্রতিদ্বন্দ্বী সম্প্রদায়ের মধ্যে লড়াইয়ে দুই জাতিসংঘ শান্তিরক্ষীসহ ৫৪ জন নিহত হয়েছেন।
সোমবার জাতিসংঘ শান্তির আহ্বান জানিয়ে বলেছে। স্থানীয় কর্তৃপক্ষের মতে, সুদান ও দক্ষিণ সুদানের সীমান্ত ঘেঁষা তেলসমৃদ্ধ অঞ্চল আবেইতে সপ্তাহান্তে এ সংঘর্ষ শুরু হয়। এ ঘটনায় আবেইতে দায়িত্ব পালনকারী জাতিসংঘের অন্তর্বর্তী নিরাপত্তা বাহিনী ইউএনআইএসএফএ বেসামরিক ও শান্তিরক্ষীদের বিরুদ্ধে এই হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে।
ইউএনআইএসএফএ বলেছে, স্থানীয় কর্তৃপক্ষের মতে, সেখানে ৫২ জন বেসামরিক লোক প্রাণ হারিয়েছে। এছাড়া গুরুতর আহত হয়েছেন ৬৪ জন। এছাড়া রোববার আক্রান্ত বেসামরিক নাগরিকদের ইউএনআইএসএফএ ঘাঁটি থেকে একটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সময় গুলিবিদ্ধ হন শান্তিরক্ষীরা।
ইউএনআইএসএফএ এ সহিংসতার তদন্তের আহ্বান জানিয়ে আরো বলেছে, এ সময়ে একজন পাকিস্তানি শান্তিরক্ষী নিহত হয়েছেন। এছাড়া আহত হয়েছেন ইউনিফর্ম পরা চার কর্মী ও একজন স্থানীয় বেসামরিক ব্যক্তি। এর আগে, শনিবার নিহত হয়েছেন ঘানার এক শান্তিরক্ষী। দক্ষিণ সুদান ২০১১ সালে স্বাধীনতা লাভ করে। এরপর থেকে সুদান এবং দক্ষিণ সুদান মধ্যে অবস্থিত আবেই সহিংস অঞ্চলে পরিণত হয়।

জ্যাকব জুমাকে দল থেকে অব্যাহতি

আপনজন ডেস্ক: দক্ষিণ আফ্রিকার সাবেক প্রেসিডেন্ট জ্যাকব জুমাকে দল থেকে অব্যাহতি দিয়েছে দেশটির ক্ষমতাসীন দল আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস (এএনসি)।
নতুন দল গঠনের প্রেক্ষিতে এএনসি'র আজীবন সদস্য জুমার বিরুদ্ধে এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে দলটি। সোমবার আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে জুমাকে অব্যাহতির ঘোষণা দেওয়া হয়। এএনসির সেক্রেটারি জেনারেল ফিকিলে এমবালুলা বলেন, জুমা ও অন্যান্য যাদের আচরণ আমাদের (দলীয়) মূল্যবোধ ও নীতির সঙ্গে সাংঘর্ষিক, তারা নিজেদের এএনসির বাইরে খুঁজে পাবেন। ২০০৯ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট ছিলেন ৮২ বছর বয়সী জ্যাকব জুমা। জুমার শাসনামলে দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও আর্থিক কেলেঙ্কারির অভিযোগে তার বিরুদ্ধে মামলা হয়। মামলার তদন্তে হাজির না হওয়ায় ২০২১ সালের জুনে আদালত অবমাননার দায়ে তার ১৫ মাসের কারাদণ্ড হয়।
২০২১ সালের জুলাই মাসে জুমাকে গ্রেফতার করে কারাগারে পাঠানো হয়। এর জেরে দেশটিতে ব্যাপক দাঙ্গা আর লুটপাট শুরু হয়। দেশজুড়ে এ সহিংসতায় প্রাণ হারান ৩৫০ জনের বেশি মানুষ। কিন্তু মাত্র দুই মাসের মাথায় ওই বছরের সেপ্টেম্বরে প্যারোলে মুক্ত হন জুমা। সাজার মেয়াদ শেষ হলে ২০২২ সালের অক্টোবরে কারা কর্তৃপক্ষ জানায় জুমা এখন কারামুক্ত।

ক্যালিফোর্নিয়ায় মরুভূমি থেকে ৬ মরদেহ উদ্ধার

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার মোজেভ মরুভূমির দুর্গম এলাকা থেকে ছয় জনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। এ ঘটনার পর পুলিশ পাঁচ সন্দেহভাজনকে গ্রেফতার করেছে।
পুলিশ জানিয়েছে, অবৈধ গাঁজা নিয়ে বিরোধের কারণে গুলিবিদ্ধ হয়ে ছয়জনের মৃত্যু হয়েছে।
নিহতরা সবাই পুরুষ। নিহতদের মধ্যে চারজনের শরীরে আগুনে পোড়ার চিহ্ন রয়েছে।
ভুক্তভোগীরা বলছেন, গাজা লেনদেনের জন্য তারা ওই স্থানে গিয়েছিলেন।
গুলিবিদ্ধ এক ব্যক্তি জরুরি সেবা ৯১১-এ ফোন করে জানালে, পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে।
ঘটনাটির এখনো তদন্ত চলছে।
সেখান থেকে মোট আটটি বন্দুক বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।
২০১৬ সাল থেকে ক্যালিফোর্নিয়ায় প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য গাঁজা ক্রয় বৈধ করা হলেও গাঁজার একটি কালোবাজার রয়ে গেছে।

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৯ বর্ষ, ৩০ সংখ্যা, ১৫ মাঘ ১৪৩০, ১৮ রজব, ১৪৪৫ হিজরি

প্রতিবাদের নূতন ভাষা

প্রায় ৫০০ বত্সর পূর্বে ইতালির শিল্পী লিওনার্দো দা ভিঞ্চির আঁকা 'মোনালিসা' চিত্রকর্মটি এতটাই বিখ্যাত যে, ইহাকে প্রতিবাদের হাতিয়ার করিতে দেখা গিয়াছে বিভিন্ন সময়। সম্প্রতি, গত রবিবার ফ্রান্সের ল্যুভর মিউজিয়ামে সংরক্ষিত 'মোনালিসা' চিত্রকর্মের দিকে সুপ ছুড়িয়াছেন দুই বিক্ষোভকারী। যদিও চিত্রকর্মটি বুলেট প্রুফ কাচের মধ্যে সুরক্ষিত থাকায় ছবিটির কোনো ক্ষতি হয় নাই। মোনালিসার উপর আক্রমণ নূতন নহে। গত শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকে চিত্রকর্মটির উপর অ্যাসিড ছুড়িয়াছিলেন এক দর্শনার্থী। সেই সময় চিত্রকর্মটি ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। পরে চিত্রকর্মটিকে প্রদর্শনের জন্য কাচের সুরক্ষাবলয়ের ভিতরে রাখিবার ব্যবস্থা করা হয়। ২০১৯ সাল হইতে সুরক্ষা আরো মজবুত করিয়া চিত্রকর্মটিকে বুলেট প্রুফ কাচ দিয়া সুরক্ষিত করা হয়। ইহার পরও ২০২২ সালে চিত্রকর্মটির দিকে কেক ছুড়িয়া মারেন এক ব্যক্তি। গত রবিবারের ঘটনায় জানা যাইতেছে, যাহারা মোনালিসা চিত্রকর্মের উপর সুপ ছুড়িয়াছেন, তাহারা স্বাস্থ্যকর খাবার নিশ্চিত করিবার দাবি জানাইতে এমন অভিনব প্রতিবাদ করিয়াছেন। তাহারা বলিতেছেন যে, ফ্রান্সের কৃষিব্যবস্থা রুগ্ণ অবস্থায় রহিয়াছে। ইতিপূর্বে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে বিগত কয়েক দিনে কৃষকদের বিক্ষোভ করিতে দেখা গিয়াছে।

আমরা দেখিয়াছি, যুগে যুগে মানুষের ক্ষোভ বা বিক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ হিসাবে অভিনব সকল প্রতিবাদের ভাষা প্রয়োগ করিয়াছে। মানববন্ধন ছিল একসময়ে ইউরোপ, আমেরিকাসহ বিশ্বব্যাপী সবচাইতে আকর্ষণীয়, গণতান্ত্রিক ও সভ্যতার প্রতীকী প্রতিবাদের ভাষা। এখানে কোনো শব্দ থাকে না, থাকে না সরব স্লোগান। নিঃশব্দ সচেতন মানুষ তাহার ন্যায়সংগত দাবিসংবলিত প্ল্যাকার্ড বা ব্যানার হাতে লইয়া জনগণ ও সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণে সারিবদ্ধভাবে নীরবে দাঁড়াইয়া থাকে। এইভাবে সমগ্র বিশ্বেই প্রতিবাদের বিচিত্র ভাষা সরব থাকিতে দেখা যায়। কিছুদিন পূর্বে ভারতের মহারাষ্ট্রে এক ব্যক্তি সরকারের দেওয়া জমি পাইলেও তাহার দলিল পান নাই। প্রশাসনের দরজায় দরজায় ঘুরিয়াও তাহার লাভ হয় নাই। শেষ পর্যন্ত প্রতিবাদের জন্য অভিনব এক পথ লইয়াছিলেন সেই মহারাষ্ট্রের কৃষক। তিনি মাটিতে পুঁতিয়া দিয়াছিলেন নিজের শরীর। মাটির উপরে ছিল কেবল তাহার মুণ্ডখানি।

আমাদের দেশেও সরকারের বা কোনো ব্যক্তির গৃহীত কোনো কাজে দ্বিমত প্রকাশ করিতে গিয়া কখনো প্রতিবাদ রূপ লয় সহিংসতায়। কখনো অনশন পালন করা হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে হয় মৌন মিছিল। করা হয় অবস্থান ধর্মঘট, অর্থাত্ একটি স্থানে বসিয়া পড়া। আবার শৃঙ্খলিতভাবে ব্যানার লইয়াও দাঁড়াইয়া থাকিতেও দেখা যায়। এমনকি কখনো কখনো কাফনের কাপড় পরিধান করিয়া প্রতিবাদ জানানো হয়, যাহার অর্থ হইল সিদ্ধান্তটি পরিবর্তনে প্রয়োজনে জীবন দিতে প্রস্তুত। প্রত্যেক ধরনের প্রতিবাদেরই উদ্দেশ্য থাকে। তাহার মধ্যে প্রধান উদ্দেশ্য হইল, জনমত গঠন এবং সরকারকে বা যে বিষয়ে বা যাহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ তাহাকে সিদ্ধান্ত হইতে সরিয়া আসিতে বাধ্য করার চেষ্টা। ইহা ছাড়া আরো বিনম্র প্রতিবাদও দেখা যায়। যেমন—ছবি আঁকিয়া প্রতিবাদ, গ্রাফিতি আঁকিয়া কিংবা গণসংগীত, দেশাত্মবোধক অথবা সুনির্দিষ্ট কোনো গান পরিবেশন করিয়া প্রতিবাদ, পাহাড় বা উঁচু ভবনে উঠিয়া প্রতিবাদ। কয়েক বত্সর পূর্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু ছাত্র একটি অভিনব প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবনের পূর্ব পার্শ্বে অবস্থিত একটি পুরাতন কৃষ্ণচূড়া গাছ কাটিয়া ফেলিবার কারণে তাহারা কাটিয়া ফেলা গাছের একটি গুঁড়িকে সাদা কাপড়ে মুড়াইয়া মিছিল করে। অর্থাত্ তাহারা ইহাকে বৃক্ষ হত্যা বলিয়া বিবেচনা করে। ইহার সহিত ঐ গাছটি যেইখানে ছিল তাহার পার্শ্বের একটি নূতন কৃষ্ণচূড়ার চারা লাগাইয়া দিয়াছিল।

আমাদের স্বাধীনতার আন্দোলন, সংগ্রাম, রাজনীতি আর জনজীবনকে ঘিরিয়া বিচিত্র সকল প্রতিবাদের উদাহরণ তৈরি হইয়াছে। প্রতিবাদের নূতন নূতন ভাষার বিকাশ অব্যাহত থাকুক। তবে প্রতিবাদ হইতে হইবে ন্যায্য ও জনমুখী। এবং উহা যেন কাহারো ক্ষতি না করে। বিচিত্র সকল ভাষায় ন্যায্য প্রতিবাদে উদ্ভাসিত হউক রাষ্ট্র-সমাজের অলিন্দ। দূর হউক যত অনিয়ম, অন্যায়।

রামচন্দ্র, রামমন্দির এবং আসন্ন লোকসভা নির্বাচন প্রেক্ষিত

যাকে বলে অকালবোধন। অযোধ্যায় অসম্পূর্ণ রামমন্দিরের উদ্বোধন হয়ে গেল ২২ জানুয়ারি। ঠিক লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে। রামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠা হল। আলোর রোশনাই, তারকাদের ভিড়, উন্মাদ ভক্তের উচ্ছ্বাস –এ সব ছিল। সংবাদ মাধ্যমের একটা অংশ ছড়িয়ে দেবার চেষ্টা করার কসুর করল না যে এর ফলে নির্বাচনের আগে একটা রাম-জ্বরের ঢেউ উঠবে। হিন্দি বলয় বা গোবলয় তো বটেই, দেশের অন্যান্য অংশে পড়বে তার প্রভাব। বলা হল হিন্দুদের পাঁচশ বছরের আশা পূর্ণ করল ভারতীয় জনতা দল। ভক্তিপ্রণত হিন্দুরা সে দলকে দুহাত তুলে আশীর্বাদ করবে। ভরিয়ে দেবে ভোটের ঝুলি। যেমন ভরিয়ে দিয়েছিল ২০১৪ আর ২০১৯এর নির্বাচনে।

রাম-রাজনীতিকে হাতিয়ার করে পথে নেমেছিল ভারতীয় জনতা দল। গত শতকের মধ্যবর্তী সময় থেকে যার শুরু। তারপরে রামরথযাত্রা, তারপরে বাবরি ধ্বংসের আয়োজন, তারপরে বিশ্বাসের ভিত্তিতে দেশের সর্বোচ্চ আদালতের রায় এবং তারপরে ২০১৪তে নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে ভারতের মসনদে বিজেপির অধিষ্ঠান এবং ক্রমিক শক্তিবৃদ্ধি। 'ওহি মন্দির বানায়েঙ্গে' স্লোগান বাস্তবায়িত হল বলে মনে করা যেতে পারে যে ২০২৪এর নির্বাচনে আসর মাত করবে বিজেপি। দেশের কোণায় কোণায় রাম-জ্বরের উত্তাপ ছড়িয়ে দিয়ে, বিরোধীদের 'রামবিরোধী অতএব হিন্দুবিরোধী' আখ্যা দিয়ে এককাট্টা করবে হিন্দুভোট।

কিন্তু না, শুধু রামচন্দ্র এবার নির্বাচনী বৈতরণী পার করাতে পারবেন না। কারণ এর মধ্যে বহু বহু প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। সাধারণ মানুষ, সাধু-সন্ত, এমন কি বিজেপির ভেতর থেকেই উঠতে শুরু করেছে প্রশ্ন। উঠেই থেমে যাচ্ছে না প্রশ্ন, আবার নতুন নতুন প্রশ্ন উঠছে। প্রশ্নগুলো এ রকম :

---এমন তাড়াহুড়ো করে উদ্বোধন কেন ? ভোটের জন্য ?

---অসম্পূর্ণ মন্দিরে কিভাবে হয় দেবতার প্রাণপ্রতিষ্ঠা ?

---রামলালার চেয়ে অনেক লম্বা নরেন্দ্র মোদির কাট-আউট কি দেবতার অসম্মান নয় ?

----দেবতার প্রাণপ্রতিষ্ঠা তো ধর্মগুরু সাধুদের করার কথা,সেখানে নরেন্দ্র মোদি কেন ?

--সমগ্র অনুষ্ঠান রামময় না হয়ে মোদিময় হল কেন ?

কারা তুলছেন এই সব প্রশ্ন ? বিরোধীরা নয়। তুলছেন 'সনাতন ধর্মে'র মানুষজন। প্রশ্ন তুলছেন শঙ্করাচার্যরা, প্রশ্ন তুলছেন হিন্দু মহাসভা। প্রশ্ন তুলছেন নির্মোহী আখড়া। প্রশ্ন তুলছেন রামানন্দ সম্প্রদায়ের সাধুরা। তার মানে সনাতন ধর্মের প্রবক্তাদের হাতে বিদ্ধ হচ্ছে সনাতনধর্মী বিজেপি। তার মানে একই ধর্মের মধ্যে বেধেছে বিরোধ। এর আগে এমন সংকটে পড়তে হয় নি বিজেপিকে। এখানেই থামছে না প্রশ্ন। প্রশ্ন উঠছে :

---কোথায় গেল রামলালার পুরাতন মূর্তি ?

---পুরাতন ট্রাস্টের বদলে কেন গঠন করা হল নতুন ট্রাস্ট ?

---সেই নতুন ট্রাস্টের কিছু মাতব্বর, যেমন সম্পত রায়,কেন মোদিকে বিষ্ণুর অবতার বলে প্রচার করছেন ?

----মন্দির উদ্বোধনে কেন দেখা গেল না রামজন্মভূমি আন্দোলনের মূল হোতাদের ? কেন এলেন না লালকৃষ্ণ আদবানি, উমা ভারতী, বিনয় কাটিয়ার, মুরলিমনোহর যোশী ? কতজন করসেবককে নেমতন্ন করা হয়েছিল ?

---অনুষ্ঠানে কেন আসেন নি রাষ্ট্রপতি ? মোদিপ্রেমে মুখর উপরাষ্ট্রপতিই বা কেন অনুপস্থিত ?

না, এর আগে বিজেপিকে এত প্রশ্নে বিক্ষত হতে হয় নি। আর এই সব প্রশ্নের কেন্দ্র রয়েছেন নরেন্দ্র মোদি। তাঁর লার্জার দ্যান লাইফ যে ভাবমূর্তি তৈরি করা হয়েছিল, সেটাই হয়েছে কাল। সব কিছুকে, দলের সব নেতাকে গ্রাস করতে চাইছেন তিনি। তিনিই সব, তাঁর জন্যই সাফল্য। তাই তিনি যা বলবেন তাই বেদবাক্য। যে কোন নেতাকে তিনি ওঠাবেন, যাঁকে মনে হবে বসিয়ে দেবেন। বসুন্ধরা রাজে, মধ্যপ্রদেশের মামা শিবরাজ তার নিয়ে কটাক্ষ করেছেন নাম উল্লেখ না করে। যোগীকে জব্দ করার জন্য অমিত সাহ তাঁর পছন্দের একজনকে উপমুখ্যমন্ত্রীর পদে বসিয়ে দিয়েছেন। এ বেদনা কি ভুলতে পারবেন যোগীরাজ ? লালকেল্লার অনুষ্ঠানে দেখেছি দলের নেতাদের প্রতি।

রাম-রাজনীতিকে হাতিয়ার করে পথে নেমেছিল ভারতীয় জনতা দল। গত শতকের মধ্যবর্তী সময় থেকে যার শুরু। তারপরে রামরথযাত্রা, তারপরে বাবরি ধ্বংসের আয়োজন, তারপরে বিশ্বাসের ভিত্তিতে দেশের সর্বোচ্চ আদালতের রায় এবং তারপরে ২০১৪তে নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে ভারতের মসনদে বিজেপির অধিষ্ঠান এবং ক্রমিক শক্তিবৃদ্ধি। 'ওহি মন্দির বানায়েঙ্গে' স্লোগান বাস্তবায়িত হল বলে মনে করা যেতে পারে যে ২০২৪এর নির্বাচনে আসর মাত করবে বিজেপি।

উদাহরণ। দীর্ঘ তালিকায় আছেন রাজনাথ সিং, নিতীন গড়করি, এমন কি যোগী আদিত্যনাথ। অযোধ্যা যোগীরাজ্যের অর্ন্তভুক্ত না হলে রামমন্দিরের অনুষ্ঠানে তিনি আসতে পারতেন কিনা সন্দেহ। বিজেপিশাসিত রাজয়ের সব মুখ্যমন্ত্রীকে দেখা যায় নি অনুষ্ঠানে। এই তো কদিন আগে যোগী আদিত্যনাথ একটি সাক্ষাৎকারে পরোক্ষভাবে নরেন্দ্র মোদির ঘনঘন পোশাক পরিবর্তন ছাপান্ন ইঞ্চি ছাতি ফুলিয়ে মোদি সাহেব যখন সকলের অভিবাদন গ্রহণ করতে করতে এগিয়ে যাচ্ছেন, তখন তাঁকে দেখে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছেন নিতীন গড়করি। প্রাক্তন রাজ্যপাল সত্যপাল সিং, সুব্রহ্মণ্যস্বামী মুখ খুলছেন। না, এর আগে বিজেপিকে এমন রাজনৈতিক-সাংগঠনিক সংকটের মুখোমুখী হতে হয়নি। অথচ নরেন্দ্র মোদি একেবারে বেপরোয়া। যেমন বিরোধীদের প্রতি, তেমনি নিজের দলের নেতাদের প্রতি।

কিন্তু দলকে, দলের বর্ষিয়ান নেতাদের উপেক্ষা করার সাহস কি করে হল নরেন্দ্র মোদির ? কে বা কারা দিল সেই সাহস? প্রথমত সমস্ত নিন্দা ও সমালোচনাকে কণ্ঠরুদ্ধ করার পাশুপত অস্ত্র তাঁর হাতে আছে ; আছে ইডি, সিবিআই, ইনকাম ট্যাক্স এজেন্সিগুলি।

দ্বিতীয়ত আছে গোদি মিডিয়া আর আইটি সেল ; যাদের ফলে সত্যকে মিথ্যা করা বাঁয়ে হাতকা খেল।

তৃতীয়ত আছে ইভিএম মেশিন।

সুপ্রিম কোর্টের উকিলরা এ নিয়ে শুরু করেছেন আন্দোলন। তাঁদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছেন প্রযুক্তিবিদরা। এঁরা ব্যালট পেপারে ভোট করার জন্য জনমত তৈরি করতে শুরু করেছেন রাজ্যে রাজ্যে ঘুরে। এঁরা বলছেন ইভিএম হভাক করে ভোটে জিতেছে বিজেপি। তাই মুখ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, ছত্তিশগড়ে পুনর্নির্বাচন দাবি করছেন তাঁরা।

এদিকে নানা ঘোটালায়, নানা জুমলায় জড়িয়ে যাচ্ছে তাঁর নাম। গোবলয়েও জাগছে ক্ষোভ। মোদিসংস্কারের কুয়াশা কাটছে ধীরে ধীরে। ভারতচন্দ্রের কথাটা দাগ কাটছে মানুষের মনে : নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায় ?

মণিপুরে আবার পৃথক প্রশাসন চাইলেন ১০ কুকি-জোমি বিধায়ক

আপনজন ডেস্ক: উত্তর ভারতের রাজ্য মণিপুরের স্থানীয় কুকি-জোমি জাতিগোষ্ঠীর ১০ বিধায়ক পৃথক রাজ্য প্রশাসনের দাবি তুলেছেন। এ দাবি করে তাঁরা দেশটির প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কাছে চিঠি দিয়েছেন গতকাল সোমবার। এই জাতিগোষ্ঠীর বিধায়কেরা গত বছরেও এই একই দাবি তুলেছিলেন। গত বছরের মে মাস থেকে জাতিভিত্তিক ও সাম্প্রদায়িক সংঘাতে দুই শতাধিক মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন মণিপুরে। এখনো ঘরছাড়া প্রায় ৫০ হাজার মানুষ। ২০২৪ সালেও নতুন করে সংঘাত শুরু হয়েছে মিয়ানমার সীমান্তবর্তী মণিপুরের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে। চলতি বছর নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে সংঘাতে নিহত হওয়ার সংখ্যা অন্তত ২০। কট্টরপন্থী মেইতেই গোষ্ঠী আরামবাই টেঙ্গোলের সাম্প্রতিক কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করেন কুকি-জোমি বিধায়কেরা। মেইতেই বিধায়ক ও সংসদ সদস্যরা ২৪ জানুয়ারি বাধ্যতামূলকভাবে এক বৈঠকে হাজির হওয়ার নির্দেশকে 'ভারতের সংবিধানের সম্পূর্ণ ভাঙনের' চিহ্ন বলে মন্তব্য করেছেন। কুকি-জোমি এমএলএ তাঁদের চিঠিতে প্রধানমন্ত্রীকে লিখেছেন, 'রাজধানী ইম্ফলে আইনশৃঙ্খলা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে। আরামবাই টেঙ্গোলের এই তালেবান-সদৃশ কাজটি মণিপুর উপত্যকায় ভারতের সংবিধানের সম্পূর্ণ ভাঙনের প্রকাশ। রাজ্য সরকার আরামবাই টেঙ্গোলের নির্দেশ মেনে চলতে বাধ্য হচ্ছে। গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারের উপস্থিতি সত্ত্বেও সশস্ত্র মিলিশিয়ার রাস্তা দখল করে নেওয়ার মতো ঘটনা স্বাধীন ভারতে নজিরবিহীন। অতএব, এই জটিল সময়ে একটি বিকল্প রাজনৈতিক সমাধানের প্রয়োজন জরুরি।' সমন জারি করে মেইতেই সমাজের রাজনৈতিক নেতাদের ডেকে পাঠিয়ে লাঞ্ছনা করার বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্যই মণিপুরের কুকিরা একটি সভা ডেকেছিলেন। সেই সভাতেই প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি দেওয়ার বিষয়টি চূড়ান্ত করা হয়। কেন্দ্রীয় পররাষ্ট্রবিষয়ক প্রতিমন্ত্রী রাজকুমার রঞ্জন সিংসহ সব বিধায়ক ও এমপি ইম্ফলের কেন্দ্রস্থলে কাংলা দুর্গের মধ্যে এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। গোটা কাংলা দুর্গ ঘিরে বিরাট নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছিল সরকার।

যোগেন্দ্র যাদব

উদার হিন্দুত্ববাদ রক্ষা করাই আজ সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ

রাম মনোহর লোহিয়া তাঁর কালজয়ী লেখা "হিন্দু বনাম হিন্দু"-তে ভারতের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ এবং হিন্দু সমাজের অভ্যন্তরীণ দ্বিধাদ্বন্দ্বের উল্লেখ করেছেন। ২২ জানুয়ারির ঘটনার পরে, ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের দীর্ঘমেয়াদী ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বোঝেন এবং উদ্বিগ্ন প্রত্যেক নাগরিকের লোহিয়ার কথা মনে করা উচিত। মনে করার আরও গুরুত্বপূর্ণ কারণ, প্রধানমন্ত্রী মোদী মাঝে মধ্যেই রাম মনোহর লোহিয়াকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন।

লোহিয়ার মতে, "ভারতীয় ইতিহাসের সবচেয়ে বড় যুদ্ধ- হিন্দু ধর্মে উদারতা এবং মৌলবাদের মধ্যে লড়াই, যা পাঁচ হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে চলছে।" তাঁর উপলব্ধিতে, হিন্দুধর্মের মধ্যে এই অর্ন্তদ্বন্দ্বকে পর্যবেক্ষণ করলে ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস সম্পর্কে বোঝা যায়। যখন একজন হিন্দু উদার হয় তখন দেশ স্থিতিশীলতা অর্জন করে, দেশের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক শক্তি প্রসারিত হয়। কিন্তু যখনই কোনও মৌলবাদী দল জয়ী হয়েছে, ভারতের রাষ্ট্রীয় শক্তি দুর্বল হয়েছে, দেশ ভাগ হয়েছে এবং পরাজিত হয়েছে।

এখানে, উদারপন্থী এবং ধর্মান্ধ বলতে লোহিয়া শুধু উদারতা বা অন্য ধর্মের অনুসারীদের প্রতি ধর্মান্ধতার কথা বলেননি। বরং এর চারটি মাত্রা গণনা করেছেন: বর্ণ ও বর্ণের উপর ভিত্তি করে বৈষম্য, নারী ও পুরুষের মধ্যে অসমতা, জন্মের ভিত্তিতে সম্পত্তির অধিকারের স্বীকৃতি এবং ধর্মের মধ্যে সহিষ্ণুতা। লোহিয়ার মতে, হিন্দু-মুসলিম প্রশ্নে উদারতা অন্য তিনটি মাত্রার সঙ্গে যুক্ত। তাঁর ভাষায়: "আজকাল উদারপন্থী ও মৌলবাদী হিন্দুদের মধ্যে দ্বন্দ্বের বাহ্যিক রূপ মুসলমানদের প্রতি কী মনোভাব নেওয়া উচিত, তাতে পরিণত হয়েছে। এক মুহূর্তের জন্যও আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে এটি আসলে বাহ্যিক রূপ। মৌলিক সংঘাত, যা এখনও সমাধান হয়নি সেটাই অনেক বেশি সিদ্ধান্তমূলক।" এর অর্থ, যাকে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে লড়াই হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে তার

মূলে রয়েছে হিন্দু ও হিন্দুদের মধ্যেকার সংঘর্ষ।

লোহিয়া তাঁর এই নিবন্ধে সমগ্র ভারতীয় ইতিহাস ব্যাখ্যা করেননি। বুঝতে হলে আমাদের তার ধারণার ইতিহাস চক্র সম্পর্কে বুঝতে হবে তাকাতে হবে। কিন্তু আধুনিক সময়ের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লোহিয়া মনে করিয়ে দেন যে আমাদের সময়ে যদি কেউ হিন্দু হয়ে থেকে থাকেন, তিনি ছিলেন মহাত্মা গান্ধী। ঠিক এই কারণেই, মৌলবাদী হিন্দুদের চোখে গান্ধী এক অস্বস্তির কারণ, ভয়ের কারণ। লোহিয়ার দৃষ্টিতে গান্ধী হত্যা, উদারপন্থী ও মৌলবাদী হিন্দুদের মধ্যে চলমান ঐতিহাসিক দ্বন্দ্বের মোড় ঘোরানো ঘটনা।

আমাদের সময়ে, "উদারপন্থী এবং মৌলবাদী হিন্দুধর্মের লড়াই অত্যন্ত জটিল পর্যায়ে এসে ঠেকেছে। এবং সম্ভবত এর শেষ দেখা যাচ্ছে। মৌলবাদী হিন্দুরা সফল হলে, তাদের উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন, হিন্দু-মুসলিমই শুধু নয়, বর্ণ ও রাষ্ট্রীয় দৃষ্টিকোণ থেকেও তারা ভারতকে টুকরো টুকরো করে ফেলবে। অর্থাৎ ভারতের ঐক্য ও অখণ্ডতার যদি সবচেয়ে বড় কোনও ক্ষতিকারক দিক থেকে থাকে তা হিন্দু মৌলবাদীদের তরফ থেকেই থাকবে। তাদের চিন্তা ও উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন, আন্তরিকভাবে তারা যতই নিজের চোখে দেশকে শক্তিশালী করুক, এর পরিণতি হবে দেশের ঐক্য ভেঙে ফেলা।

তাঁর বক্তব্য বোঝার ক্ষেত্রে যাতে সন্দেহের অবকাশ না থাকে, তাই তিনি স্পষ্টভাবে বলেন: "কেবল উদার হিন্দুরাই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে পারে। অতএব, পাঁচ হাজার বছরেরও বেশি সময়ের সংগ্রাম এখন একটি রাজনৈতিক সম্প্রদায় এবং এক রাষ্ট্র গঠনের পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। এখন ভারতের জনগণের অস্তিত্বই নির্ভর করছে হিন্দুধর্মের ধর্মান্ধতা না হিন্দুধর্মের উদারনীতি – কার জিত হয় তার ওপর।"

অযোধ্যায় রাম মন্দিরের প্রাণপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে দেশজুড়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানকে এই প্রেক্ষাপটে দেখা উচিত। অবশ্যই, লক্ষ লক্ষ সাধারণ ধর্মপ্রাণ হিন্দুদের জন্য, এই প্রাণপ্রতিষ্ঠা ছিল তাদের দেবতার বিশাল মন্দির নির্মাণের এক বিশেষ উৎসব। তাদের অধিকাংশের মনেই হয়তো কোনও ধর্মান্ধতা ছিল না। কিন্তু এর সংগঠক ও পৃষ্ঠপোষকদের রাজনৈতিক প্রভাব সন্দেহের কোনও অবকাশ রাখে না। আমাদের বলা হচ্ছে যে এটি হিন্দু সমাজের একটি উদযাপন যা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তার হারিয়ে যাওয়া পরিচয় ফিরে পেয়েছে। বলা হচ্ছে, এক হাজার বছরের দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে হিন্দুরা এখন একটি শক্তিশালী সম্প্রদায় হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে, নতুন রাষ্ট্রীয় চেতনার উত্থান হিসেবে দেখা হচ্ছে।

এসব দাবির সত্যতা যাচাই করার কোনও সুযোগ নেই। তবে এই জয় সত্যি কি না তা ইতিহাসই বলবে। প্রাথমিক ভাবে, হিন্দুধর্মকে একটি বিদেশী ধর্মের ছাঁচে ফেলার প্রচেষ্টা বলে মনে হলেও, ধর্মের বিজয়ের পরিবর্তে এটি ধর্মের উপর ক্ষমতার জয় বলেই প্রতীয়মান হয়। যাই হোক না কেন, এটা স্পষ্ট যে জয়ের এই স্লোগানের সঙ্গে সহনশীলতার কোনও সম্পর্ক থাকতে পারে না। ভাল করে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, এই বিজয় উৎসবে পুরুষতন্ত্র, ব্রাহ্মণ্যবাদী জাত আধিপত্য ও পুঁজির খেলা আর লুকিয়ে নেই। সবটাই দিনের আলোর মতো পরিষ্কার। লোহিয়ার ইতিহাসের আলোকে ২২ জানুয়ারির ঘটনা নিঃসন্দেহে উদার হিন্দুদের ওপর মৌলবাদের বিজয়। এমতাবস্থায় লোহিয়ার মতো একজন ঐতিহাসিকের সতর্কবার্তাকে হালকাভাবে নেওয়া যায় না। ভারতীয় জাতির ঐক্য ও অখণ্ডতা সম্পর্কে চিন্তা করেন ও বোঝেন এমন প্রত্যেক ভারতীয়র উদার হিন্দুত্ববাদ রক্ষা করাই আজ সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

অনুবাদ: শুভম সেনগুপ্ত

প্রথম নজর

আদালতের তত্ত্বাবধানে আছে শেখ শাহজাহান, বিমানের মন্তব্যে বিতর্ক

আসিফা লস্কর ● ডায়মন্ড হারবার

আপনজন: ডায়মন্ড হারবারের শ্রমিক মেলার উদ্বোধন করতে এসে সন্দেশখালির তৃণমূল নেতা শেখ শাহজাহানের প্রসঙ্গে বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন বিধানসভার স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। উল্লেখ্য, সন্দেশখালির শেখ শাহজাহান কোথায় রয়েছে। ইডি লুক আউট নোটিস জারি করেছে। পুলিশও তাঁর খোঁজ চালাচ্ছে। কিন্তু শেখ শাহজাহান কোথায়, তা এখনও জানতে পারা যাচ্ছে না। এসবের মধ্যেই নেতা-মন্ত্রীদের গলা থেকেও বিভিন্ন মন্তব্য শোনা যাচ্ছে। শাহজাহান হয়ত চিকিৎসার জন্য বাংলার বাইরে গিয়েছেন। এবার শেখ শাহজাহান প্রসঙ্গে মুখ খুললেন বিধানসভার স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি মনে করছেন, আদালতের তত্ত্বাবধানেই রয়েছেন শাহজাহান। উল্লেখ্য, সোমবারই বিশেষ ইডি আদালতে আগাম জামিনের আর্জি জানিয়েছেন শেখ শাহজাহান। সেক্ষেত্রে আদালত সূত্রে খবর, আগাম জামিনের জন্য যিনি আবেদন করছেন, তাঁর সই দরকার হয়। তাহলে শাহজাহানের সই যদি পাওয়া যায়, তাহলে শাহাজাহান কেন 'বেপাত্তা'? সেই নিয়েও প্রশ্ন উঠছিল বিভিন্ন মহলে। এসবের মধ্যেই এবার বিমানের যুক্তি, 'শাহজাহান শেখ কি আদালতে যেতে পারেন না? আমি তো মনে করি, আদালতের তত্ত্বাবধানে আছেন। যখন কোনও ব্যক্তি আদালতে আবেদন করেন আগাম জামিনের জন্য, তার মানে তিনি এখন আদালতের তত্ত্বাবধানে আছেন।'

আইসি পিন্টুর বদলিতে 'মনখারাপ' মঙ্গলকোটের

সম্প্রীতি মোল্লা ● মঙ্গলকোট

আপনজন: আগামী লোকসভা নির্বাচন আবহে রাজ্য জুড়ে পুলিশের বদলীপর্ব হয়েছে এবং হচ্ছে। পূর্ব বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোটও তার ব্যতিক্রম নয়।প্রায় ৩ বছর পুলিশ অফিসার পিন্টু মুখার্জি মঙ্গলকোট আইসি পদে আসীন ছিলেন। গত ২৬ শে জানুয়ারি সন্ধের সময় সরকারি নির্দেশিকায় বিভিন্ন থানার পুলিশ আধিকারিক ও অফিসারদের ব্যাপক রদবদল প্রকাশ পায় । সেখানে মঙ্গলকোট থানার আইসি পিন্টু মুখোপাধ্যায়কে সিআই, বি (দুর্গাপুর), এডিপিসি পদে বদলি করা হয়েছে । এই বদলীর খবরে মঙ্গলকোটের সিংহভাগ বাসিন্দাদের মনে বিষন্নতার ছাপ।আইনশৃঙ্খলা থেকে ক্রীড়া - সংস্কৃতি সবেতেই এলাকার মানুষের আপদে বিপদে থাকতেই তিনি।তাই মঙ্গলকোট যেন 'বিষন্ন'। টানা তিন বছরের কর্মজীবনে বিভিন্ন সময় সামাজিক কাজকর্মে অংশগ্রহণ করেন তিনি । তাঁর হাত দিয়ে একদিকে যেমন উত্তপ্ত মঙ্গলকোট শান্ত হয়, ঠিক তেমনি নতুনভাবে জেগে ওঠে মঙ্গলকোট । কয়েকটি ভোট পর্ব এখানে মিটলেও কোনমতেই সেরকম গন্ডগোলের খবর দেখা যায়নি । বোম বারুদের আওয়াজ সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়েছে মঙ্গলকোটে । বিভিন্ন সময় ফুটবল প্রতিযোগিতা, ভলিবল, ক্রিকেট টুর্নামেন্টের পাশাপাশি স্বেচ্ছাসেবামূলক কাজেও তার অগ্রণী ভূমিকা দেখা যায় । মঙ্গলকোট থানা চত্বর আধুনিকতার পাশাপাশি পুরাতন থানা এলাকাকে নতুনভাবে সাজিয়ে দিয়েছেন । থানা সংলগ্ন লালডাঙ্গা ক্রীড়াঙ্গনের অন্যতম রূপকার হলেন পিন্টু বাবু। তাঁর সদিচ্ছায় নতুন রূপ নেয় লালডাঙ্গা ক্রীড়াঙ্গন । শুধুমাত্র সংস্কার নয় এলাকার যুবরা যাতে মাঠমুখী হয় সেই লক্ষ্যে তিনি অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। ভোট পরবর্তী হিংসার আগুন জ্বলেনি মঙ্গলকোটে।

শান্তিপুর আসবেন মুখ্যমন্ত্রী, জোর প্রস্তুতি

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: নদীয়ার শান্তিপুর পৌর স্টেডিয়ামে আসতে চলেছে মুখ্যমন্ত্রী,প্রস্তুতিপর্ব প্রায় শেষের দিকে মঙ্গলবার মাঠ পরিদর্শনে জেলা শাসক মহকুমা শাসক ও প্রশাসনের শিষ্যকর্তারা।আর দুদিনের মধ্যেই নদীয়া জেলা সফরে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ইতিমধ্যে নদীয়া জেলাতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরপর বেশ কয়েকটি কর্মসূচিকে ঘিরে প্রশাসনিক ব্যস্ততা চলছে যথেষ্টই।নদীয়ার কৃষ্ণনগরে সার্কিট হাউজে আগামীকাল রাতে প্রবেশ করছে মুখ্যমন্ত্রী, ১ তারিখ সকাল ১১ টার মধ্যে কৃষ্ণনগরে করবেন জনসভা। এরপর বেলা একটাই শান্তিপুর পৌর স্টেডিয়ামে কর্মী সভায় যোগ দেবেন তিনি। সূত্রের খবর সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও শান্তিপুর কে বিশেষভাবে কিছু উপহার দেওয়া হবে মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে। মঙ্গলবার সকাল থেকেই পৌর স্টেডিয়ামে নিরাপত্তার পাশাপাশি প্রস্তুতি চলছে জোর কদমে। স্টেডিয়াম মাঠ পরিদর্শনে আসেন নদীয়া জেলাশাসক এস অরুন প্রসাদ সাথে ছিলেন মহকুমা শাসক রৌনক আগরওয়াল। এছাড়াও ছিলেন শান্তিপুর বিধানসভার তৃণমূল বিধায়ক ব্রজকিশোর গোস্বামী সহ প্রশাসনিক কর্তারা। তবে শুধু স্টেডিয়াম চত্বর নয়, গোটা শান্তিপুর নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছে এখন থেকেই। লাগানো হয়েছে কয়েকশো সিসি ক্যামেরা।

রাহুলের ন্যায় যাত্রায় যোগ দিতে সাইকেলে বর্ধমান থেকে মালদায়

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মালদা

আপনজন: কংগ্রেসের রাহুল গান্ধীর ন্যায় যাত্রায় অংশ নিতে সাইকেল নিয়ে মালদায় এসে পৌঁছলেন ৭৩ বছয় বয়সী এক বৃদ্ধ। প্রথমে তিনি সাইকেল চালিয়ে যান মণিপুরে ।কিন্তু সেখানে প্রবেশের ক্ষেত্রে বাধা নিষেধ থাকায় সেখান থেকে ফের রাহুল গান্ধীর ন্যায় যাত্রায় অংশ নিতে সাইকেল চালিয়ে মালদহে আসেন। নাম প্রভাত দাস। বয়স ৭৩। বাড়ি পূর্ব বর্ধমানের কালনা থানার প্রতন্ত গ্রাম সিমলন এলাকায়। একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সাথে যুক্ত।বংশ পরমপরায় কংগ্রেসী পরিবার। কংগ্রেসের প্রতি ভালোবাসা রাজনৈতিক দল হিসাবে ভালো লাগা ,তারই টানে পূর্ব বর্ধমান থেকে সাইকেল নিয়ে ভারত জড়ো ন্যায় যাত্রায় অংশ নিতে পাড়ি দিয়েছেন।তিনি মুলত মুম্বাই ন্যায় যাত্রায় অংশ নেবেন। কিন্তু মনিপুরে অসুবিধার জন্য ঢুকতে কিছু বাধা নিষেধ রয়েছে। তাই যেতে পারে নি। কংগ্রেসীদের কাছ থেকে খবর পেয়ে তিনি এদিন মালদায় এসে পৌঁচেছেন। তার কথায় বর্তমানে একমাত্র কংগ্রেস ন্যায় করতে পারে তাই তিনি সাইকেলে পাড়ি দিয়েছেন। প্রভাস দাস বলেন, ২২ ডিসেম্বর আমি যাত্রা শুরু করেছি,পূর্ব বর্ধমানের প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে।ক্রমাগত সাইকেল চালিয়ে আমি ডিমা পুরে গিয়ে একদিন অপেক্ষা করেছি। আমি জানতে পারলাম মণিপুরে যাওয়া হবে না। কারণ ওখানে রেস্ট্রিক্টেড আছে। বাইরের লোকদের সেখানে যেতে দেবে না। ওখানকার যে কংগ্রেস সভাপতি রয়েছে তারা যারা রয়েছে তার বলেন ,আপনি কোহিমা থেকে যেতে পারেন।কিন্তু সেটা অনেক উঁচুতে। এরপর সাইকেল ঠেলে ঠেলে কংগ্রেস অফিসে গিয়ে পৌঁছই। এখনো পর্যন্ত প্রায় ২৪০০ কিলোমিটার সাইকেল চালিয়েছি। সাইকেলে প্রচুর জিনিসপত্র রয়েছে কারণ প্রাকৃতিক বিপর্যয় গুলো কাটাতে হবে। আমার ইচ্ছে রয়েছে মুম্বাই যাওয়ার। কিন্তু আমাদের জন্য এই যাত্রা চলছে তাতে তাদের সঙ্গে আমি পাল্লা দিয়ে উঠতে পারছি না। কেননা তারা বেশির ভাগই বাসে যাত্রা করছে। মানুষ বার্তা দিচ্ছে কংগ্রেস বার্তা দিচ্ছে না। যে কংগ্রেস না হলে যে দেশ চলবে না।

বায়ুদূষণ, শব্দদূষণ নিয়ে গণডেপুটেশন লোকপুরে

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: বীরভূমের খয়রাশোল ব্লকের গঙ্গারামচক মৌজার মধ্যে খোলা মুখ কয়লা খনি রয়েছে। যেখানে কয়লা উত্তোলনের দায়িত্বে পিডিসিএল নামক সংস্থা।উত্তোলিত কয়লা ট্রান্সপোর্ট করা হয় লোকপুর থানা এলাকার ক্যানেল পাড়ের রাস্তার পাশে ভাদুলিয়া,নওপাড়া গ্রামের ধার দিয়ে।সেই পথের মধ্যে নওপাড়া গ্রামে অবস্থিত মহম্মদিয়া মাদ্রাসা,মসজিদ, ইদগাহ ও পুকুরের পাশ দিয়ে কয়লা পরিবহন করা হয়। কয়লা পরিবহনের সময় মাত্রাতিরিক্ত কয়লার গুঁড়ো ছড়িয়ে পড়া সহ ডাম্পারগুলির উচ্চস্বরে হর্নের জেরে শব্দদূষন সেইসাথে পড়াশোনার ও বিঘ্ন ঘটে। এলাকাজুড়ে কালো আবিরের আচ্ছাদন। সেখানে সবুজ গাছগাছালি থেকে জমির ফসল এমনকি ব্যবহৃত পুকুরের জল সহ সর্বক্ষেত্রে কয়লার গুড়োয় পরিপূর্ণ।এহেন পরিস্থিতিতে মাদ্রাসার শিক্ষকেরা যেমন বিরক্তি হয়ে কাজ ছেড়ে চলে যাচ্ছেন পাশাপাশি পরিবেশ দূষিতর কারনে মাদ্রাসার পড়ুয়াদের মধ্যে ও দেখা দিয়েছে আবাসিক ভাবে থাকায় অনীহা।এখানে পড়ুয়াদের সংখ্যা প্রায় শতাধিক।মাদ্রাসা কতৃপক্ষ সহ গ্রামবাসীদের বক্তব্য যে,গত ডিসেম্বর মাসে কয়লা উত্তোলনের দায়িত্বে থাকা আধিকারিককে লিখিত অভিযোগ দেওয়ার পর আশ্বাস দেন যে, সরজমিনে তদন্ত করে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহনের।কিন্তু এখনো পর্যন্ত কোনো সুরাহা না হওয়ায় এদিন মঙ্গলবার ফের নওপাড়া গ্রামের সর্বস্তরের মানুষ গণস্বাক্ষর সম্বলিত স্মারকলিপি জমা দিলেন। তাদের মূলত দাবি কয়লা পরিবহনের জন্য বিকল্প রাস্তা নচেৎ মাদ্রাসাটিকে অন্যত্র নির্মান করে দেওয়া।সেই সাথে মসজিদ, মাদ্রাসা,ইদগাহটিকে গ্রীন করিডোরের ব্যবস্থা। পুকুরের জলের ওপর কয়লার আস্তরণ যেন না পড়ে তার ব্যবস্থা।

গান্ধীজির প্রয়াণ দিবস গলসিতে

আজিজুর রহমান ● গলসি

আপনজন: জাতীর জনক মহাত্মা গান্ধীর ৭৬ তম প্রয়ান দিবস পালন করল সিপিআইএম। দিনটিকে ঘিরে গলসি বাজারের পূর্ব বাসস্ট্যান্ডে একটি পথসভা করেন তারা। প্রথমে মহাত্মা গান্ধীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান দান করে অনুষ্ঠানের সুচনা করা হয়। তাছাড়াও তাকে পুস্পার্ঘ নিবেদন করেন দলের নেতাকর্মীরা। এদিনের পথ সভায় উপস্থিত ছিলেন, কৃষক সভার গলসি ২ ব্লক কমিটির সম্পাদক সাইফুল হক, ডিওয়াইএফআই এর গলসি ২ ব্লক কমিটির সম্পাদক মনসিজ হোসেন, সারা ভারত ক্ষেতমজুর ইউনিয়নের গলসি ২ ব্লক কমিটির সভাপতি অজয় শী,পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের সদস্য রাম প্রণয় গাঙ্গুলী, সিটু নেতা মুস্তাক হোসেন, বামনেতা স্বপন চৌধুরী, কার্তিক মন্ডল সহ অনেকে। মনসিজ জানান, মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ছিলেন আমাদের জাতীর জনক। আজকের দিনে তাকে হত্যা করেন নাথুরাম গডসে। তাকে বিজেপির নেতারা বীর বলে আখ্যা দেন। তিনি বলেন, কেন্দ্রে বিজেপির সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক করেছে। আর বাংলায় তারা হিন্দু মুসলিম বিভাজনের রাজনীতি করছে।

নাবাবিয়া মিশনের ৭৬ জন মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীকে বিদায় সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হুগলি

আপনজন: ২০২৪ সালে হুগলির নাবাবিয়া মিশনের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী ৭৬ জন। তাদের সংবর্ধনা ও দোয়ার মাহফিলের ব্যবস্থা করা হয়। উপস্থিত ছিলেন হুগলি জেলার শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ মাননীয় ডঃ সুবীর মুখার্জি, ডেপুটি কালেক্টর তারকেশ্বর রেঞ্জ শাহীন সরদার, পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মী সমিতির মুখপাত্র সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন, খানাকুল ওয়ানের সহ-সভাপতি মঈনুল হক সাহেব খানাকুলের শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ নইমুল হক,পূর্ণেন্দু, খানাকুল থানার সাব-ইন্সপেক্টর মজিবর রহমান, আরামবাগ পৌরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান স্বপন নন্দী, আরামবাগ মহকুমা সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি শেখ হায়দার আলী। সমগ্র অনুষ্ঠানকে পরিচালনা করেন মিশনের সাধারণ সম্পাদক শেখ শাহিদ আকবার সাথে সহযোগী শিক্ষক শিক্ষিকা, শিক্ষা কর্মীবৃন্দ অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে মিশন জুড়ে ছিল খুশির জোয়ার। সুবীর মুখার্জি বলেন এই মিশনে না আসলে আমি খুব মিস করতাম এত সুন্দর পরিকাঠামোর মধ্য দিয়ে শিক্ষা দেন আমার জেলায় আমি গর্বিত আপ্লুত।

'বিষধর সাপের' দাঁত ভাঙার হুমকি বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সির

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: বিজেপিকে বিষধর সাপ এবং নাম না করে শুভেন্দুকে মীরজাফর বলে কটাক্ষ জেলা তৃণমূল সভাপতি তথা মালতিপুরের বিধায়ক তথা আব্দুর রহিম বক্সির। সুজাপুরের সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে আব্দুর রহিম বক্সি বলেন,মীরজাফর রবার্ট ক্লাইভকে সাহায্য করেছিল নবাব সিরাজদৌল্লাকে পরাজিত করতে। সেই জন্য মীরজাফর বিশ্বাসঘাতকের নাম। মীরজাফর যদি সুযোগ না দিত তাহলে ইংরেজরা আমাদের দেশে পা দিতে পারত না। আর ২০০ বছর ধরে ইংরেজরা পশ্চিমবঙ্গ এবং ভারতবর্ষের শাসন করতে পারত না। সেই ধরনের কিছু মীরজাফর পশ্চিমবঙ্গের বুকে নতুন ভাবে জন্মগ্রহণ করেছেন। নতুন নতুন নামে টিভিতে পর্দায় বড় বড় কথা বলে বলছেন পশ্চিমবঙ্গটাকে তারা দখল করবেন। আর বিভিন্ন ধরনের ষড়যন্ত্রের মধ্য দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের একটা জনপ্রিয় সরকার, মমতা ব্যানার্জিকে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য কিছু কিছু মীরজাফর পশ্চিমবঙ্গে বুকে জন্মগ্রহণ করেছেন। আবার একটা রবার্ট ক্লাইভ নতুন ভাবে জন্ম হয়েছে গুজরাটে।সেই রবার্ট ক্লাইভকে হাত ধরে নিয়ে আসছেন পশ্চিমবঙ্গের বুকে। রবার্ট ক্লাইভ নতুন ভাবে জন্ম হয়েছে ভারতবর্ষের বুকে। এখানকার মীরজাফরেরা তাকে হাত ধরে নিয়ে আসছে পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষের বুকে। যখন কোন বিষধর সাপ আমাদের বাড়িতে বেরিয়ে আসে। যখন কোন বিষধর সাপ গ্রামে বেরিয়ে আসে। তখন আমরা গ্রামের মানুষেরা বসে থাকি না হাতে লাঠি নিয়ে না মেরে ফেলা পর্যন্ত আমরা শান্তিতে থাকিনা। আমরা জানি বিষধর সাপ দংশন করলে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। যারা বিষধর গোখরো সাপ নিয়ে খেলা দেখিয়ে পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে মেরে ফেলার চক্রান্ত করছে সেই বিষধর সাপের দাঁত বাংলার মানুষ ভেঙে দেবে।

শিক্ষকরা সংগঠন করলে জরিমানা করার হুঁশিয়ারি

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: ২০১৩ সাল থেকে সরকার ও সরকার পোষিত উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভোকেশনাল লাইজেশন অফ স্কুল এডুকেশনের অন্তর্গত নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত ন্যাশনাল স্কিলস কোয়ালিফিকেশন ফ্রেমওয়ার্কের অধীনে বিভিন্ন বৃত্তিমূলক বিষয়ে (যেমন: ইনফরমেশন টেকনোলজি,অটোমোটিভ, রিটেল, প্লাম্বিং, ইলেকট্রনিক্স, কনস্ট্রাকশন ইত্যাদি।) শিক্ষাদান করানো হয়। বর্তমানে ৭২৬টি বিদ্যালয়ে এই বিষয়গুলি ছাত্র ছাত্রীরা পড়ার সুযোগ পায় । মূলত মাধ্যমিক স্তরে এই বিষয়গুলি ঐচ্ছিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে মূল বিষয় হিসাবে অন্তর্ভুক্ত। স্থায়ী নিয়োগ নীতি থাকা সত্বেও শিক্ষকদের বিভিন্ন প্রাইভেট এজেন্সী দিয়ে অস্থায়ীভাবে নিয়োগ করা হয়েছে। স্থায়ীকরণ এবং বেতন কাঠামোর দাবীতে শিক্ষক, শিক্ষিকারা দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করছেন। উল্লেখ্য, ৭২৬ টি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং বর্তমান শিক্ষাবর্ষে নতুন ৮৮৫ টি বিদ্যালয়ে "ভোকেশনালাইজেশন অফ স্কুল এডুকেশন" পরিচালনার টেন্ডার পায়। এই টেন্ডার প্রকাশিত করে কারিগরী শিক্ষা দপ্তর। বহিরাগত মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরের একটি প্রাইভেট এজেন্সী তাঁদের বৃত্তিমূলক শিক্ষক নিয়োগের ইন্টারভিউ এবং পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তিতে যাঁরা আবেদন করেছিলেন তাঁদের ই-মেল করে জানানো হয় ফেব্রুয়ারি ১ তারিখে তাঁরা যেনো ১০০ টাকার নোটারি স্ট্যাম্প পেপারে লিখে নিয়ে যান শিক্ষকরা যেনো কোনো সংগঠনের সাথে যুক্ত না থাকেন, বেতন সময়ে না পেলেও তাঁরা কোনো অভিযোগ করতে পারবেন না,যে কোনো সময় প্রাইভেট এজেন্সী চাকরি কেড়ে নিতে পারেন, কারিগরী দপ্তর গেলে চাকরি চলে যাবে, যদি কেউ শিক্ষক সংগঠনের সাথে যুক্ত থাকেন তাঁকে মোটা টাকা চল্লিশ হাজার টাকা জরিমানা দিতে হবে, এরকম বহু ফতোয়া দেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ এনএসকিউএফ শিক্ষক পরিবার সংগঠনের পক্ষ থেকে কারিগরী দপ্তরের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি এবং অধিকর্তাকে ই-মেলের মাধ্যমে অভিযোগ জানানো হয়েছে দ্রুত এই বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য। পশ্চিমবঙ্গ এনএসকিউএফ শিক্ষক পরিবারের রাজ্য সম্পাদক বলেন,এই প্রাইভেট এজেন্সী ছাড়াও বিভিন্ন প্রাইভেট এজেন্সীরা ভারতের সংবিধানকে অস্বীকার করে। শিক্ষকদের ফতোয়া এ ভীষণ অপমানজনক ও লজ্জাজনক!

আল ইকরা পাঠাগারের মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান শাসনে

আপনজন ডেস্ক: দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুরের দক্ষিণ শাসন আল ইকরা পাঠাগারের উদ্যোগে ও বারুইপুর থানার জামায়াতে ইসলামি হিন্দ হালকার সহযোগিতায় শুক্রবার রাসূল মুহাম্মদ সা.-এর দৃষ্টিতে শিক্ষা ও সমাজ ব্যবস্থার উপর এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এদিন আল ইকরা পাঠাগারের ছাত্রছাত্রীদের ক্বেরাত ও হামদ প্রতিযোগিতও হয়। এছাড়া দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীদের জ্যাকেট ও কম্বল বিলি করা হয়। এদিনের সভা শুরু হয় মুফতি আলমগিরের কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে। এদিনের আলোচনা সবায় অংশ নেন জামায়াতে ইসলামি হিন্দের বারুইপুর হালকারনাজিম মহিউদ্দিন খান, বিমিষ্ট শিক্ষক রফিকুল ইসলাম, ইসলামনগর মাদ্রাসার শিক্ষক গোলাম কুদ্দুস, হামুরাহাট াবলিকা মাদ্রসার শিক্ষক মুফতি আমিন, বারুইপুর শাহাজান রোড মসজিদের দ্বীনিয়াতের শিক্ষক মাওলানা ইরফান প্রমুখ। অনুষ্ঠানটি সার্বিকভাবে সফল হওয়ায় গ্রামবাসী সহ অতিথিদের সাধুবাদ জানান আল ইকরা পাঠাগারে সম্পাদক আব্দুল হান্নান।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

রামপুরহাট মহকুমা তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরে গান্ধীজি স্মরণ

আজিম শেখ ● বীরভূম

আপনজন: ৩০ শে জানুয়ারি জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর প্রয়াণ দিবস। সেই উপলক্ষ্যে রামপুরহাট মহকুমা তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে একটি প্রার্থনা সভা অনুষ্ঠিত হয় রামপুরহাটে। উক্ত অনুষ্ঠানে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের মানুষজন উপস্থিত হয়ে ছিলেন। উপস্থিত ব্যাক্তিবর্গ ধর্মীয় ও মহাত্মা গান্ধীকে নিয়ে প্রাসঙ্গিক বক্তব্য রাখেন। এদিন প্রার্থনা সভার পাশাপাশি লোকশিল্পী সংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। উপস্থিত ছিলেন রামপুরহাট মহকুমা শাসক সৌরভ পান্ডে, রামপুরহাট তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের আধিকারিক আসাদুজামান জিয়া সহ অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা।

'মুক্ত বলাকা'র সাহিত্য সভা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন:কলকাতা আন্তর্জাতিক গ্রন্থমেলায় গত ২৯ জানুয়ারি ২০২৪ 'সমরেশ বসু' মুক্তমঞ্চে এক মনোজ্ঞ সাহিত্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল 'মুক্ত বলাকা' সাহিত্য সংস্থা। বাচিক শিল্পী ও কবি সুলগ্না মিত্রের সঞ্চালনায় সংস্থার 'থিম সং' দিয়ে অনুষ্ঠানে শুভ সূচনা হয়। কবি সুশান্ত পাড়ুই রচিত, বিশ্বজিৎ চক্রবর্তীর সুরে এবং সোনালী মুখোপাধ্যায় পরিচালিত থিম সং এ কণ্ঠ দেন সংস্থার শিল্পীবৃন্দ। এর আগে সংস্থার সভাপতি সিরাজুল ইসলাম ঢালী স্বাগতভাষণ প্রদান করেন। এদিন মুক্ত বলাকার সাহিত্য পত্রিকা 'স্বপ্ন উড়ান-৪' প্রকাশিত হয়। উপস্থিত ছিলেন মুক্ত বলাকার সভাপতি সিরাজুল ইসলাম ঢালী, সম্পাদক ও প্রতিষ্ঠাতা সুশান্ত পাড়ুই, স্বপন কুমার ধর, সুভাষ চন্দ্র ঘোষ, গল্পকার সেখ আব্দুল মান্নান, গৌতম বালা, সোনালী মুখোপাধ্যায়, কমলেশ মন্ডল, নিগম আনন্দ মন্ডল, প্রবীর কুমার বিশ্বাস, অসীম দাস, সঞ্জয় কুমার দাস, আশীষ মিত্র, প্রমুখ।

কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ শিক্ষকের

সাদ্দাম হোসেন মিদ্দে ● কলকাতা

আপনজন: দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার ভাঙড়ের বিদ্যালয় শিক্ষক কবি দীননাথ গোলদারের তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ "হাওয়া পরী" প্রকাশিত হল। ৪৭ তম আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলায় আনন্দ প্রকাশনের স্টলে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে কবিতার বইটি। বইটি প্রকাশ করেছে 'আনন্দ প্রকাশন। 'আদ্যাশক্তি প্রিন্টার্স থেকে বইটি মুদ্রিত। 'রবিবার বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন "হাওয়া পরি" কাব্যগ্রন্থের কবি শিক্ষক দীননাথ গোলদার, কবির সহধর্মিনী বেবী রায় গোলদার, অধ্যাপক নিরুপম আচার্য, অধ্যাপক দেবদূত মুখার্জি প্রমুখ। এর আগে দীননাথ গোলদারের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'সাতটা চোদ্দর নামখানা লোকাল" ২০২২ সালে প্রকাশিত হয়েছিলো কলকাতা বইমেলাতেই। 'সমাজের নির্যাস' নামক দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ টি ২০২৩ সালে আনুষ্ঠানিক প্রকাশ হয়েছিল।

বিদায়েও গৌরব কমছে না ফিলিস্তিনের

আপনজন ডেস্ক: এশিয়ান কাপে কাতার ও ফিলিস্তিনের শেষ ষোলোর ম্যাচ, যেখানে একটি দল ছিল স্বাগতিক। কিন্তু গ্যালারির দিকে তাকিয়ে বোঝার উপায় ছিল না কোন দলটি আসলে স্বাগতিক। গতকাল রাতে আল বায়ত স্টেডিয়ামে স্বাগতিক কাতারের চেয়ে দর্শক-সমর্থন কোনো অংশে কম ছিল না ফিলিস্তিনের।
দর্শকদের কাছ থেকে এমন সমর্থন পেয়ে মাঠেও দারুণ উজ্জীবিত হয়ে উঠেছিল যুদ্ধবিধ্বস্ত ফিলিস্তিন। প্রথমবারের মতো টুর্নামেন্টের শেষ ষোলোয় ওঠা দলটি প্রথমার্ধে স্বাগতিকদের চমকে দিয়ে এগিয়েও গিয়েছিল। যদিও শেষ পর্যন্ত আর কাতারের সঙ্গে পেরে ওঠেনি তারা। প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে সমতায় ফেরার পর দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই ব্যবধান ২-১ করে কাতার। এতে ফিলিস্তিনকে বিদায় করে শেষ আটের টিকিট কাটে কাতার।
শেষ পর্যন্ত ইতিহাস গড়ে শেষ আটে যাওয়া না হলেও দলের পারফরম্যান্স নিয়ে গর্বিত হওয়ার কথা বলেছেন ফিলিস্তিন কোচ মাকরাম দাবুব। ম্যাচ শেষে সাংবাদিকদের তিনি বলেছেন, 'আমার খেলোয়াড়েরা নিজেদের উজাড় করে দিয়ে খেলেছে। শুরুতে প্রতিপক্ষকে খুব একটা জায়গা দেয়নি তারা।'
ফিলিস্তিনি খেলোয়াড়দের জন্য মাঠে নেমে ফুটবল খেলাটা অন্য আরেকটা দলের খেলোয়াড়দের মতো নয়। ইসরায়েলি আগ্রাসনের বিপর্যয় ও স্বজন হারানোর যন্ত্রণাকে বুকে নিয়েই মাঠে নেমেছিলেন তাঁরা। কিন্তু এরপরও দেশটিকে কিছুটা হলেও সান্ত্বনা দিতে পেরেছেন তাঁরা। গ্রুপ পর্বে হংকংকে হারিয়ে ফিলিস্তিন আদায় করে নেয় এশিয়ান কাপের প্রথম জয়, যা তাদের নিয়ে আসে নকআউটের মঞ্চেও। পরের ধাপ আর পেরোনো না হলেও যে পরিস্থিতিতে তারা এত দূর এসেছে, সেটিই ম্যাচ শেষে মনে করিয়ে দিয়েছেন দাবুব।
দাবুব আরও বলেন, 'তারা (খেলোয়াড়েরা) অনেক কঠিন সময়ের মধ্য দিয়ে গেছে। কিন্তু এরপরও ফিলিস্তিনিদের জন্য দারুণ প্রদর্শন করে দেখাতে সক্ষম হয়েছে। তাদের কাছ থেকে এর বেশি আমি চাইতে পারি না। তারা ফিলিস্তিনের ফুটবল এবং ফিলিস্তিনের মানুষকে সম্মানিত করেছে। তারাই আমার চ্যাম্পিয়ন।'
শুধু কোচকেই নয়, কাতারে বসবাসরত ফিলিস্তিনিরাও দেশের খেলোয়াড়দের এমন পারফরম্যান্সে গর্বিত। সামার উসতাজ নামের এক ফিলিস্তিনি আল-জাজিরাকে বলেছেন, 'এমনকি তারা যদি কোনো ম্যাচ না-ও জিতত কিংবা কোনো গোল নাও করত, তবু আমরা তাদের নিয়ে গর্বিত হতাম। আমরা দেখিয়েছি, কোনো কিছুই আমাদের ভাঙতে পারবে না। এমনকি যখন আমাদের খাদের কিনারায় ঠেলে দেওয়া হয়, সেখান থেকেও ঘুরে দাঁড়িয়ে আমরা লড়াই করি।'

'নির্বাচকদের দরজা ভেঙে' দলে জায়গা পাওয়া সরফরাজ কি একাদশে সুযোগ পাবেন?

আপনজন ডেস্ক: হার্শা ভোগলে কথাটা যথার্থই বলেছেন! ভারত-ইংল্যান্ড সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টের দলে সরফরাজ আহমেদ ডাক পাওয়ার পর এই ধারাভাষ্যকার এক্সে লিখেছেন, 'সরফরাজ শুধু নির্বাচকদের দরজায় কড়া নাড়েনি, ভেঙেচুরে দিয়েছে।'
ভেঙেচুরে দিয়ে সরফরাজ অবশেষে ভারত দলে সুযোগ পেয়েছেন, সেটাও লোকেশ রাহুল ও রবীন্দ্র জাদেজা চোটে পড়েছেন বলে। এমনিতে ইংল্যান্ড সিরিজের প্রথম দুই টেস্টের দলে তিনি ছিলেন না। এত দিন অপেক্ষার পর জায়গা মেলায় তাঁকে যাঁরা অভিনন্দন জানিয়েছেন, সেই বার্তাতেও উঠে এসেছে সরফরাজের এত দিনের প্রতীক্ষার কথা।
২০০৯ সালে মাত্র ১২ বছর বয়সে ভারতের হ্যারিস শিল্ড আন্তস্কুল টুর্নামেন্টে ৪৩৯ রানের ইনিংস খেলে আলোয় আসেন সরফরাজ। ভারতের ঘরোয়া ক্রিকেটে ২০১৯ সাল থেকে অবিশ্বাস্য পারফর্মও করছেন। ২০১৯-২০ ও ২০২১-২০২২ টানা দুই মৌসুমে রঞ্জি ট্রফিতে তিনি করেছেন ৯০০-এর বেশি রান। ঘরোয়া ক্রিকেটে ৬৬ ইনিংসে তাঁর গড় ৬৯.৮৫, যা ক্রিকেটে ইতিহাসে চতুর্থ সর্বোচ্চ। সর্বোচ্চ গড় ৯৫.১৪ স্যার ডন ব্রাডম্যানের।
২০২০ সালের পর প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে সরফরাজ ২০০০-এর বেশি রান করেছেন, গড় ৮২.৪৬। এ সময়ে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে এমন গড়ে এত রান বিশ্বের আর কোনো ক্রিকেটার করতে পারেননি। সরফরাজ তাই সেই ২০২০ সাল থেকেই দলে ডাক পাওয়া প্রহর গুনছিলেন। এমনকি গত বছরের জানুয়ারিতে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে টেস্ট সিরিজের দলে তাঁর আগে টেস্ট দলে বিবেচিত হয়েছেন টি-টোয়েন্টি সেনসেশন সূর্যকুমার যাদব।
এত অপেক্ষার পর ডাক পাওয়া সরফরাজের পরিবারের জন্য স্বপ্ন পূরণ হওয়ার মতো। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি ভিডিও পোস্ট করে সরফরাজের বাবা নওশাদ খান সবাইকে ধন্যবাদ দিয়েছেন, 'সরফরাজ প্রথমবারের মতো টেস্ট দলে ডাক পেয়েছেন। সবাইকে ধন্যবাদ জানাতে চাই, বিশেষ করে মুম্বাই ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনকে, যেখানে ও বেড়ে উঠেছে। জাতীয় ক্রিকেট একাডেমিকে ধন্যবাদ, যেখানে গিয়ে ও অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। ওর প্রতি বিশ্বাস রাখার জন্য বিসিসিআই ও নির্বাচকদের ধন্যবাদ এবং সব সমর্থককে, যাঁরা ওর জন্য প্রার্থনা করেছেন, সমর্থন দিয়েছেন।'
সরফরাজের দলে ডাক না পাওয়ায় এর আগে সব সময়ই প্রতিবাদ করেছেন ভারতের সাবেক অলরাউন্ডার ইরফান পাঠান। সরফরাজ ডাক পাওয়ার পর এক্সে তিনি লিখেছেন, 'ঘরোয়া ক্রিকেটের উইকেটে অগণিত ঘণ্টা পার করা থেকে জাতীয় দলে ডাক পাওয়া, সরফরাজ ও তাঁর পরিবারের স্বপ্ন পূরণ হয়েছে। ভারত দলে প্রথমবার ডাক পাওয়ায় তোমাকে অভিনন্দন।'
প্রথমবার দলে ডাক পাওয়া সরফরাজ কি একাদশে সুযোগ পাবেন? মিডল অর্ডার এই ব্যাটসম্যানের সঙ্গে দ্বিতীয় টেস্টের দলে ডাক পেয়েছেন অলরাউন্ডার সৌরভ কুমার ও ওয়াশিংটন সুন্দর। আগে থেকেই দলে আছেন রজত পাতিদার। মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যান হিসেবে রাহুলের জায়গায় কে খেলবেন—সরফরাজ নাকি রজত? দলের সমন্বয় অন্যভাবেও হতে পারে। মোহাম্মদ সিরাজকে বসিয়ে দলে সরফরাজ ও রজত দুজনকেই দেখা যেতে পারে। আর জাদেজার জায়গায় আসতে পারেন নতুন ডাক পাওয়া দুই অলরাউন্ডারের যেকোনো একজন। তবে সেই সম্ভাবনা কম। কারণ, জাদেজার জায়গা কুলদীপ যাদবের খেলার সম্ভাবনা বেশি। সে ক্ষেত্রে সরফরাজ ও রজত—দুজনের একসঙ্গে খেলার সম্ভাবনা খুবই কম। কারণ, হায়দরাবাদের মতো ভাইজাগেও থাকবে স্পিন-সহায়ক উইকেট। স্পিন বোলিং অলরাউন্ডাররা সেখানে বাড়তি প্রাধান্য পাবেন।
তবে সরফরাজের জন্য ইতিবাচক বিষয় হচ্ছে, স্পিন বোলিংয়ে তিনি বেশ ভালো খেলেন। সম্প্রতি ইংল্যান্ড লায়ন্সের বিপক্ষে ভারত 'এ' দলের হয়ে ১৬০ বলে ১৬১ রানের ইনিংস খেলেছেন ডানহাতি এই ব্যাটসম্যান। ভাইজাগে ২ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হবে ভারত-ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় টেস্ট।

মাড়োখানায় ফুটবল প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হুগলি

আপনজন: হুগলি জেলার খানাকুল থানার মাড়োখানা ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে চারদিনব্যাপী ফুটবল প্রতিযোগিতার পাশাপাশি রক্তদান শিবির, জাতীয় পতাকা উত্তোলন, অঙ্কন প্রতিযোগিতা ও সন্ধ্যাকালীন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন ছিল। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হুগলি জেলা পরিষদের প্রাক্তন সভাধিপতি আলহাজ শেখ মেহবুব রহমান, প্রাক্তন মন্ত্রী অসীমা পাত্র, খানাকুল থানার ওসি রাসেল পারভেজ খান,জেলা পরিষদের সদস্য পলাশ রায়,সাহিত্যিক দেবাশিস শেঠ,নাবাবিয়া মিশনের সম্পাদক সাহিদ আকবর, অধ্যাপক মইদুল ইসলাম, খানাকুল পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি নইমুল হক, রমেন প্রামানিক অভিজিৎ বাগ সহ-সমাজের বিশিষ্টজনেরা।
রবিবার ছিল ফাইনাল দিন ফাইনালে মুখোমুখি হয় বর্ধমান লোকও বনাম প্রতাপগড় স্পোটিং ক্লাব বনগাঁ, জয় লাভ করেন বর্ধমান লোকো।ফাইনাল খেলোয়াড়দের উৎসাহ দিতে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ অপরূপা পোদ্দার, বিধায়ক রামেন্দু সিংহ রায়, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ শেখ হাসান ইমাম,মহারাজ অত্যানন্দী, কবি ব্রজগোপাল চক্রবর্তী, কৃষ্ণকলি সিরিয়ালের অভিনেত্রী তিয়াসা লেপচা, মাড়োখানা ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সম্পাদক তথা বিশিষ্ট সমাজসেবী মতিয়ার হোসেন (বাপি) সভাপতি ইমাম হোসেন আব্বাস আলী সহ মাড়োখানা ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সদস্য বৃন্দ ও সমাজের বিশিষ্ট জনেরা উপস্থিত ছিলেন। এই খেলাটা কেন্দ্র করে ফুটবলপ্রেমী প্রচুর মানুষজন উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য মাড়োখানা ওয়েলফেয়ার সোশ্যালটি সারা বছর ধরে নানাভাবে সামাজিক কাজে যুক্ত থাকে। আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ সকলেই ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগকে সকলে সাধুবাদ জানান।

আল মোমিন মিশন-এর বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: মঙ্গলবার এক অনাস্বাড়পূর্ণ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে "আল মোমিন মিশন" এর বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হল। মুর্শিদাবাদ জেলার নওদার গঙ্গাধারিতে আল মোমিন মিশনের এই অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন অভিভাবক/ অভিভাবিকা সহ ছাত্র-ছাত্রী ও এলাকার সুধীজন।
২০১৯ সালে আল মোমিন মিশনের পথচলা শুরু করে নানা প্রতিকূলতার মধ্য দিয়েও এগিয়ে চলেছে সামনের দিকে। চাতক ফাউন্ডেশন এর পরিচালনায় আল মোমিন মিশন এবছর তার ৫তম বার্ষিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। মিশনের বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে হাজির থাকার কথা ছিল বিশিষ্ট ইতিহাসবেত্তা, চাতকের মুখ্য উপদেষ্টা খাজিম আহমেদ এর। কিন্তু তিনি অসুস্থ থাকার কারনে অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে পারেন নি। তিনি উপস্থিত থাকতে না পারলেও তাঁর শুভেচ্ছা বার্তা সকল অভিভাবকদের মধ্যে ছড়িয়ে দেন মিশন কর্তৃপক্ষ। তাঁর আন্তরিক পরামর্শে আল মোমিন মিশন নানা উদ্যোগ গ্রহণ করে থাকে। এদিন ছোট ছোট কচিকাঁচারা নানা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানের শুরুতেই মিশনের প্রশাসক শেখ মফেজুল সকলকে সালাম ও শ্রদ্ধা জানিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। মিশনের নানা দিক নিয়ে আলোচনা করেন উপস্থিত অভিভাবক ও বিশিষ্টজনেরা। মিশনকে আরো কিভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়, সেই বিষয়ে সুধীজনরা পরামর্শ দেন।
নানা জাতীয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন, তাদের মধ্যে অন্যতম হলো গজল ও নৃত্য সংগীত পরিবেশন করে আফরিন নিশাত, ছড়াপাঠ ও সংগীতে অংশ নেন মুনতাসিন রৌনক। এছাড়াও অংশগ্রহণ করেন আলিসা খাতুন, ফেরদৌসী খাতুন, মাইদুল ইসলাম, রাকিব সরকার সহ অন্যান্য ছাত্রছাত্রী। নানা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহনকারী প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় স্থান অধিকারী সকলের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। যৌথভাবে অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন মিশনের সহকারি প্রধান শিক্ষিকা নাজনীন রেবা ও নাফিসা শামীম, তানিয়া খাতুন,

প্রাথমিক বিদ্যালয় নিম্নবুনিয়াদি মাদ্রাসা ও শিশু শিক্ষকা কেন্দ্রের জেলা স্তরে বাৎসরিক ক্রীড়া সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে চাম্পিয়ান হয় মহিষাদল চক্র,রানার্স হয় সুতাহাটা দক্ষিণ চক্র পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান সেক হাবিবুর রহমান।

সামসেরগঞ্জের সাহেবনগর হাইস্কুলে মিনি ম্যারাথন দৌড়

নিজস্ব প্রতিনিধি ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: ৭৫ তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে মিনি ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতার আয়োজন করল মুর্শিদাবাদের সামসেরগঞ্জের সাহেবনগর হাইস্কুল কর্তৃপক্ষ। মঙ্গলবার সকাল ৭ টা নাগাদ সামসেরগঞ্জ বিডিও অফিস ময়দান থেকে শুরু হয় এই ম্যারাথন। শেষ হয় সাহেবনগর হাইস্কুল ময়দানে। ম্যারাথন দৌড়ে ১৪৭ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহন করেন। এদিনের ম্যারাথন দৌড়ের উদ্বোধন করেন সামসেরগঞ্জের বিধায়ক আমিরুল ইসলাম এবং বিশিষ্ট সমাজসেবী নুর বিড়ির অন্যতম কর্তা জৈদুর রহমান। মাত্র ১২ মিনিটেই প্রায় সাড়ে তিন কিলোমিটার রাস্তা দৌড়ে প্রথম স্থান অধিকার করেন মালদার ক্লাস ইলেভেনের ছাত্র বলরাম মন্ডল। পাশাপাশি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন ফরাক্কা কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্র গোপী শেখ এবং তৃতীয় স্থান অধিকার করেন মালদার নবম শ্রেণীর ছাত্র শ্রীদম মন্ডল। ম্যারাথন দৌড় শেষে সাহেবনগর কাকুরিয়া হাইস্কুল মাঠে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারীদের পুরস্কার প্রদান করা হয়। প্রথম স্থান অধিকারীকে পাঁচ হাজার টাকা, মোমেন্ট দেওয়ার পাশাপাশি দ্বিতীয় স্থান অধিকারীকে তিন হাজার ও তৃতীয় স্থান অধিকারীকে দুই হাজার টাকা দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়। দৌড়ে প্রথম ৩০ জনকে মোমেন্ট দিয়ে সম্মাননা প্রদান করা এবং বাকিদের মেডেল ও সার্টিফকেট দিয়ে সম্মাননা প্রদান করা হয়। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন সাহেবনগর হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ এনামুদ্দীন, স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি জাকির হোসেন, পঞ্চায়েত সমিতির কৃষি কর্মাধক্ষ সাকিম শেখ, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক মতিউর রহমান সহ অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা। সাহেবনগর স্কুলের উদ্যোগে আয়োজিত এই ম্যারাথন দৌড়ে ছাত্রছাত্রীদের পাশাপাশি অভিভাবকদের ব্যাপক উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়।

সন্দেশখালির রামপুর পারফেক্ট চিলড্রেন একাডেমীতে অনুষ্ঠিত হলো বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। উপস্থিত ছিলেন সিরাতে'র রাজ্য সম্পাদক ও কাটিয়াহাট আল হেরা মিশনের ডাইরেক্টর আবু সিদ্দিক খান, প্রতিষ্ঠানের ডাইরেক্টর আবুল কালাম, প্রধান শিক্ষিকা রাশেদা বেগম প্রমুখ। ছবি ও তথ্য - এম মেহেদী সানি

ক্রীড়া অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের অনুপ্রেরণায় ক্রীড়াবিদ রুবিনা, ইসমাইল

এম মেহেদী সানি ● মছলন্দপুর

আপনজন: উত্তর ২৪ পরগনা জেলার রাজবল্লভপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হলো মঙ্গলবার। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ অজিত সাহা জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন । শুরুতে পায়রা এবং তেরঙ্গা বেলুন উড়িয়ে শান্তির বার্তা দেন জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন হ্যান্ডবল প্লেয়ার রুবিনা খাতুন, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরের বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদ ও এসিএবি'র কনভেনার ইসমাইল সরদার ও বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতির সভাপতি হীরালাল মজুমদার। এ দিন একাধিক ইভেন্টে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার মাঝে খোলা মাঠে বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল দেশাত্মবোধক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ছিল চোখে পড়ার মতো।
বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করতে বক্তব্য রাখেন হ্যান্ডবল প্লেয়ার রুবিনা খাতুন, তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনার পাশাপাশি ভয় ভীতি দূর করে খেলাধূলার অভ্যাস গড়ে তোলার আহ্বান জানান। শৈশব অবস্থায় ক্রীড়া অনুশীলনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য তুলে ধরেন ইসমাইল সরদার। ১৯৩৬ সালের বার্লিন, অলিম্পিকে একাধিক সোনাজয়ী জেসি ওয়েনসের হার না মানা জীবনের গল্প তুলে ধরে ছাত্র-ছাত্রীদের স্বপ্ন দেখার অনুপ্রেরণা জোগান। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রধান শিক্ষক সেকেন্দার রবি দাস, হাবড়া-১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নেহাল আলী, সহ-সভাপতি কল্যাণব্রত দত্ত, গোবরডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক চিন্তামণি লস্কর, মছলন্দপুর তদন্ত কেন্দ্রের আধিকারিক বিপ্লব সরকার, মছলন্দপুর-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান কল্পনা বসু, প্রধান শিরিশ বিশ্বাস সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। সমগ্র ক্রীড়া প্রতিযোগিতা পরিচালনা করেন বিদ্যালয়ের ক্রীড়া শিক্ষক সুখেন মন্ডলা

অলিম্পিক বাছাইয়ের চূড়ান্ত পর্বে ব্রাজিল, অপেক্ষায় আর্জেন্টিনা

আপনজন: এনদ্রিক, ব্রাজিলের এ বিস্ময়বালক রিয়াল মাদ্রিদের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক চুক্তি সেরে ফেলেছেন আগেই। ১৮ বছর পূর্ণ হলেই ব্রাজিলের ক্লাব পালমেইরাস ছেড়ে সান্তিয়াগো বার্নাব্যুর দলটিতে যোগ দেবেন তিনি। এর আগে ব্রাজিলের অনূর্ধ্ব-২৩ দলের হয়ে ২০২৪ প্যারিস অলিম্পিক ফুটবলের দক্ষিণ আমেরিকা অঞ্চলের বাছাইপর্বে আলো ছড়াচ্ছেন এনদ্রিক।
হয় গোল করছেন, না হয় গোল করাচ্ছেন—অলিম্পিকের বাছাইপর্বটা এভাবেই কাটছে এনদ্রিকের। বাছাইয়ের গ্রুপ পর্বের প্রথম ম্যাচে তাঁর গোলেই বলিভিয়াকে ১-০ ব্যবধানে হারিয়েছে ব্রাজিল। দ্বিতীয় ম্যাচে কলম্বিয়ার বিপক্ষে ২-০ ব্যবধানের জয়ে একটি গোল করেছেন তিনি। ইকুয়েডরের বিপক্ষে গতকাল রাতে ব্রাজিলের ২-১ ব্যবধানের আরেকটি জয়ে গোল না পেলেও দুর্দান্ত একটি অ্যাসিস্ট করছেন এনদ্রিক। এই জয়ে এক ম্যাচ হাতে রেখেই গ্রুপের শীর্ষস্থান নিশ্চিত করে ফেলেছে ব্রাজিল। ফলে বাছাইপর্বের চূড়ান্ত পর্বে জায়গা করে নিয়েছে তারা। তবে আর্জেন্টিনা এখনো বাছাইপর্বের চূড়ান্ত পর্বে জায়গা করে নেওয়ার অপেক্ষায় আছে।
২ ম্যাচে ৪ পয়েন্ট নিয়ে 'বি' গ্রুপের দ্বিতীয় স্থানে আছে আর্জেন্টিনা। এক ম্যাচ বেশি খেলে ৭ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে প্যারাগুয়ে। তৃতীয় স্থানে থাকা পেরুর পয়েন্ট ৩ ম্যাচে ৩। এক ম্যাচ কম খেলে সমান পয়েন্ট নিয়ে চতুর্থ স্থানে আছে চিলি।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: জাইদুল হক।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**